জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

চতুর্থ বর্ষপূর্তি

আজ দৈনিক 'জাগোবাংলা'র চতুর্থ বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষে পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী ও সংবাদপত্র বিক্রেতাদের শুভেচ্ছা

হাওয়া বদল

বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বৃহস্পতিবার নিম্নচাপের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে নিম্নচাপে। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। উত্তরের জেলায় ২২ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি

রাজ্য পুলিশের কৃতিত্বে গ্রেফতার ধন্যবাদ জানাল বিহার এসটিএফ

বিজেপি বাংলা বিদ্বেষী, প্রমাণ করে দিলেন দলেরই সাংসদ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৮ ● ২১ জুলাই, ২০২৫ ● ৪ শ্রাবণ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 58 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 21 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ধর্মতলার শহিদ মঞ্চ। একুশ জুলাইয়ের প্রস্তুতি দেখতে রবিবার সন্ধ্যায় এলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

শহিদ তর্পণেই আজ শপথ জনতাকে বার্তা জননেত্রীর

প্রতিবেদন : একুশে জুলাইয়ের শহিদতর্পণ ও সমাবেশ হবে ধর্মতলাতেই, দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন আত্মবিশ্বাসী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে কুৎসাকারীদেরও তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে ব্যাখ্যা করেছেন একুশে জুলাইয়ের প্রেক্ষাপট ও তার রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব।

সমাবেশ ধর্মতলাতেই : আজীবন একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ এই ধর্মতলাতেই হবে। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে সভামঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কথায়, ২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান চিরকাল চলবে। চিরকাল আপনারা আসেন, আসবেন।

একুশে আন্দোলন ও শহিদরা : শহিদ সমাবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যায় বলেন, যে যাই কুৎসা রটাক, আপনারা এসেছেন। সিপিএম আমলে তো কাউকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিত না। সেই অবস্থায় আমাদের বিরাট আন্দোলন হয়েছিল। সিপিএমের কোনও ক্ষমতা ছিল না সেই আন্দোলন থামানোর।

তৃণমূলের আন্দোলনেই মিলেছে ভোটের অধিকার, ধর্মতলাতেই হবে একুশের সভা

কিন্তু গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের জন্য গুলি চালিয়েছিল। ১৩ জন মারা যান। ১৫০ আহত হন। এই জায়গায় ৩৩ বছর ধরে শহিদতর্পণ করি। কারণ এখানে অনেক প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল, রক্ত ঝরেছিল। এই নিয়েও অনেকের আপত্তি আছে। তারা যখন প্রোগ্রাম করে, পুলিশের অনুমতি নেয় নাকি আমরা তোমাদের মতো প্যারালাল প্রোগ্রাম করি? প্রশ্ন নেত্রীর।

সচিত্র ভোটাধিকার : নেত্রী বলেন, সেসময় টি এন শেষণ একজনকে অবজারভার করে পাঠান। তারপর ভোট দেওয়ার অধিকার মেলে। এসব অনেক কাহিনি ছড়িয়ে আছে। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে তো ভোট দিতে দেয় না। আর সিপিএম শাসিত রাজ্যে কী হয়েছে জানি। আমাদের কর্মীরা লড়াই লড়েছিল সেদিন। তাই এই দিনটা মা-মাটি-মানুষ দিবস, গণতন্ত্রের দিবস হিসেবে পালন করি। এরপরই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যাঁরা প্রতি বছর অনেক দূর থেকে আসেন, কষ্ট করে থাকেন, তাঁদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন। গ্রাম-গঞ্জ থেকে লক্ষাধিক মানুষ এসেছেন। (এরপর ১৪ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

একুশ

একুশের আজ ২১শে পা,
মনে করিয়ে দেয় অনেক কথা।
২১ মানেই মনের কথা
২১ মানেই মাটির ভাষা।
২১ মানেই গণ-আন্দোলন
২১ মানেই শহিদ নিকেতন।
২১ মানেই ইতিহাস
অশ্রু সাগরের শ্রাবণ মাস।
২১ মানেই ফিরে দেখা
২১ মানেই জীবন দেখা।
২১ মানেই গণ-সমুদ্র
২১ মানেই বৃষ্টি রৌদ্র।
২১ মানেই গণ-চেতনা
২১ মানেই বিপ্লবের প্রেরণা।
২১ মানেই শহিদ তর্পণ
২১ মানেই গণ-দর্পণ।
২১ মানেই রক্তবৃষ্টি
২১ মানেই প্রলয়।
২১ মানেই দূরদৃষ্টি
২১ আন্দোলনের আলয়।
২১ মানেই নাও অঙ্গীকার
২১ কখনো মানে না হার।
একুশ আনে আলোড়ন
একুশ মাটির গভীর স্পন্দন?
একুশ আনে আন্দোলনের ভোর
একুশ আনে মনের জোর।
একুশ একুশে মিলে একাকার
ভুলব না-২১, এসো বারবার।

তথ্য-প্রযুক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ অন্যদের হারিয়ে শীর্ষে বাংলা

কেন্দ্রের রিপোর্ট, খুশি মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলা ফের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে বাংলা সেরা হওয়ার দৌড়ে অগ্রগণ্য। কেন্দ্রের সমীক্ষা রিপোর্টে উঠে এল সেই তথ্য। জাতীয় সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরল বাংলার তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে সেই সাফল্যের কথা। উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স বার্তায় লেখেন, গোটা ভারত লক্ষ্য রাখুক তথ্য-প্রযুক্তিতে নতুন সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছে বাংলায়।

জাতীয় স্বীকৃতি তো বটেই, ইতিমধ্যে বিশ্ব-স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছে কলকাতার আইটি হাব। দেশের মধ্যে ক্রমশ নজির তৈরি করছে। বিশ্বের প্রথম সারির ২৪ তথ্য প্রযুক্তি শহরের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে কলকাতা। বিনিয়োগ আসছে। বিদেশি সংস্থার আগ্রহ বাড়ছে কলকাতার তথ্য-প্রযুক্তি হাবে। গদি মিডিয়ার চাপে জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলার সেই সাফল্য তুলে (এরপর ১৪ পাতায়)

শহিদ স্মরণে ২১ জুলাই, শপথ নিয়েই করব লড়াই

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে ২১ জুলাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। একুশে জুলাই মানেই আবেগ জর্জরিত এক দীপ্তিময় আলোর ছটা। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সিপিআইএম সরকারের পুলিশের বর্বরতার কারণে, প্রাণ হারানো ১৩ জন শহিদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আগামীর লড়াইয়ে কোনও আত্মতুষ্টি নয়, গণতন্ত্রের গণদেবতার আশীর্বাদ-দোয়া-ভালবাসাকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। শহিদ দিবসে আমাদের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হোক— আমরা কোনও শক্তির কাছে নত স্বীকার করব না! গণদেবতার জন্য, আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু ত্যাগ করে লড়ে যাব।

সেন্ট্রাল পার্ক। রবিবার। জেলা থেকে আসা নেতা-কর্মীদের অস্থায়ী হ্যাঙ্গার ঘুরে দেখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন উদয়ন গুহ, সুজিত বোস, কৃষ্ণা চক্রবর্তী-সহ প্রমুখ।

বাম সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গণহত্যা, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যার চেষ্টা, তেরোজন নির্দোষ রাজনৈতিক কর্মীকে সংগঠিতভাবে হত্যা, শতাধিক প্রতিবাদীকে আহত করা এক কলঙ্কিত দিন একুশে জুলাই। তারপর থেকেই নেত্রী (এরপর ৯ পাতায়)

২
২১ জুলাই
২০২৫
সোমবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 July, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৩
কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকরণ অভিযানের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার একুশে জুলাইয়ের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ভাবেনি। সেই থেকে এই দিনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই সভা আয়োজিত হয়ে আসছে। প্রায় তিন দশক ধরে একুশে জুলাই শহিদ দিবস পালন করা হয়।

১৯০৬
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬) লন্ডনে প্রয়াত হন। ব্যারিস্টার এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।

১৯৩৫
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫) কলকাতায় প্রয়াত হন। সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান স্বরলিপিকার এবং রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী'। তাঁর মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে পৌঁছলে স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন, সেটি 'দিনেন্দ্রনাথ' শীর্ষক নামে 'প্রবাসী'র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৮৮ ইনস্যাট ১ সি এদিন উৎক্ষেপণ করা হয়। ইনস্যাটের প্রথম প্রজন্মের তৃতীয় উপগ্রহ এটি। ভারতের চাহিদা অনুযায়ী ফোর্ড এরোস্পেসে এটি নির্মিত হয়। ভারতের বেতার, দূরদর্শন ও আবহাওয়া দফতর এই উপগ্রহের পরিষেবায় দারুণভাবে উপকৃত হয়।

১৯৬০
সিরিমাভো বন্দরনায়েক শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনবার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৭
চেতন চৌহান (১৯৪৭-২০২০) এদিন মিরাটে জন্ম নেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮১ ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার যিনি একটাও সেঞ্চুরি না করে দু'হাজার রান করেন।

১৮৯৯
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১) জন্ম নেন। মার্কিন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর আইসবার্গ তত্ত্ব নামে পরিচিত নির্মেদ ও নিরাবেগী লেখনী বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের ভাষাশৈলীতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে; অন্যদিকে তাঁর রোমাঞ্চপ্রিয় জীবন ও ভাবমূর্তি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁকে আইকন করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে তিনি তাঁর অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম রচনা করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি নরম্যান্ডি অবতরণ ও প্যারিসের স্বাধীনতার সময় উপস্থিত ছিলেন। 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' (১৯৫২) প্রকাশের কিছুদিন পর হেমিংওয়ে আফ্রিকায় সাফারিতে যান। সেখানে তিনি পরপর দুটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেও বাকি জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি শারীরিক অসুবিধা নিয়ে কাটান। 'দি ওল্ড অ্যান্ড দ্য সী'র একটি বিখ্যাত উক্তি— 'মানুষ পরাজিত হওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। মানুষকে ধ্বংস করা যায় কিন্তু পরাজিত করা যায় না।'

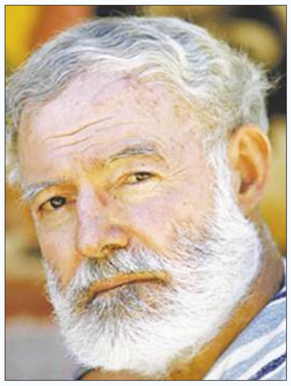

১৪০৩ পঞ্চম হেনরি তখন নিছক রাজপুত্র। আজকের দিনে শ্রুসবারির রণাঙ্গণে নিহত হন হেনরির বাবা ইংল্যান্ডেশ্বর চতুর্থ হেনরির প্রতিপক্ষ হ্যারি হোস্টপুর। কিন্তু যুদ্ধে যুবরাজ হেনরির ডান গালে বিঁধে গেল একটা তির। ৬ ইঞ্চির গভীর ক্ষত, প্রবল রক্তপাত। রাজবৈদ্য জন ব্র্যাডমোর অনেক চেষ্টায় প্রাণ বাঁচালেন যুবরাজকে। কিন্তু ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেল। তাই সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর থেকে রাজা পঞ্চম হেনরির যত ছবি পাওয়া গিয়েছে সব ক'টিই বাম গালের দিক থেকে আঁকা, আড়ালে ডান গাল।

পার্টির কর্মসূচি

একুশে জুলাই ধর্মতলা চলো উপলক্ষে চণ্ডীতলা ব্লক ২ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পথসভায় উপস্থিত বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সম্পাদক পৌলোমী রায়চৌধুরি-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৯

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. ২১ জুলাই-র দাস শহিদ ৪. তোষামোদ, মন জুগিয়ে কথা বলা ৬. গহ্বর ৭. তার সমান ৯. সিংহাসন ১২. তাপ, উষ্ণতা ১৩. সোমবারের আগের দিন ১৪. কঠিন।

উপর-নিচ : ১. তাঁবু ২. নিরুপায়, অক্ষম ৩. অভিজ্ঞতা ৫. অন্বেষণ, খোঁজ ৮. রাষ্ট্রাধ্যক্ষ ১০. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ১১. দলীয় ষড়যন্ত্র ১২ স্বার্থ, প্রয়োজন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৮ : পাশাপাশি : ১. প্রচারবিমুখ ৬. রই ৮. খাদন ৯. কলেবর ১০. সেরকশ ১২. পঞ্চক ১৩. নেতা ১৫. জয়জয়কার। **উপর-নিচ :** ২. চালান ৩. বিনায়ক ৪. খর ৫. যেখানেসেখানে ৭. ইয়ারবকশি ১১. শরদিজ ১২. পতাকা ১৪. তাজ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মেসি

■ সাক্ষী মালিক

■ নেইমার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

২১ জুলাইয়ের সমাবেশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন নেত্রী ও অভিষেক

একুশের গর্জনে মহানগরমুখী জনপ্লাবন, এবার নতুন রেকর্ড

প্রতিবেদন : একুশের শহিদতর্পণকে কেন্দ্র করে জনপ্লাবন তিলোত্তমায়। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— পাহাড় থেকে সাগর— তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা কলকাতা অভিমুখী। ২০২৬-এর মেগা বিধানসভা নির্বাচনের আগে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীর দিকনির্দেশিকা দেবেন। সমাবেশের আগেই আভাস মিলতে শুরু করেছে, অতীতের ভিড়ের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে এবারের জমায়েত। তৈরি করবে ভিড়ের-আবেগের নতুন রেকর্ড। একুশের আবেগে-উৎসাহে-উত্তেজনায় ফুটছে কলকাতা। সোমবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হাজারো মিছিলের জনস্রোত মিলে যাবে ধর্মতলার মঞ্চে।

নেত্রী থেকে শুরু করে অভিষেক ও অন্যান্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা সকলেই ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে। নেত্রী একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে প্রস্তুতি দেখতে গিয়েছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছেন গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম ও সেন্ট্রাল পার্কে দূরদূরান্তের জেলা থেকে আগত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অভিষেক তাঁদের খোঁজখবর নেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। শনিবার থেকেই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যন্ত কিছু এলাকা থেকেও ইতিমধ্যে তৃণমূল সমর্থকেরা মহানগরীতে পৌঁছেছেন। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক, রাজডাঙার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ধর্মতলার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র-সহ একাধিক শিবিরে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন তাঁরা।

সোমবার শিয়ালদহ এবং হাওড়া স্টেশন হয়ে দলের অনেক কর্মী-সমর্থক আসবেন সভায় যোগদান করতে। তাঁদের জন্য সেখানে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্পগুলি থেকে সভাস্থলে যেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে বাস ও ছোট গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। এবারের তৃণমূলের মহাসমাবেশ উপলক্ষে ধর্মতলায় তিনস্তরের মূলমঞ্চ তৈরির কাজ শেষ। তেরঙা কাপড়ে সজ্জিত মঞ্চে বক্তব্য রাখার বিশেষ পোডিয়াম। মঞ্চের চারপাশে গার্ডরেল, লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। বড় এলইডি স্ক্রিনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাস্তার রেলিং সেজে উঠেছে তৃণমূলের দলীয় পতাকায়। তিলোত্তমা ভাসছে একুশের আবেগে।

গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম। জেলা থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে অভিষেক।

বাংলা-বিদ্বেষের শিকার উত্তম একুশের সমাবেশে

শিয়ালদহে অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে উত্তমকুমার ব্রজবাসী।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে হয়রান করা হয়েছিল তাঁকে। কী করবেন, এই ভেবে যখন দিশাহারা তখনই কোচবিহারের দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। জাতিগত শংসাপত্র হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। একদিনের মধ্যে বিডিও অফিস থেকে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাই এবার ২১-এর সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে কোচবিহার থেকে এসেছেন উত্তমকুমার ব্রজবাসী। রবিবার শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে তিনি বললেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হয়রানি এবং এনআরসি নোটিশের তীব্র প্রতিবাদের স্লোগান নিয়ে হাজির থাকব সমাবেশে। আর বাংলা ও বাঙালিদের একমাত্র ভরসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাব। এদিন কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ছিলেন উত্তমের সঙ্গে। অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে উত্তমকুমার ব্রজবাসী থাকবেন। অসম সরকারের কোনও অধিকার নেই তারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিককে নোটিশ দেয়। এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ চলবে। শুধু উত্তমই নয়, বাংলাভাষীদের রাজ্যে রাজ্যে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা, পুশব্যাক। দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি বলে। বিজেপির এই বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাতেই একুশের সমাবেশে হাজির তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঋণশোধ

আজ ২১ জুলাই। আজ শহিদতর্পণের দিন। যাঁদের আত্মবলিদানে ভোটাধিকার পেয়েছেন মানুষ। ধর্মতলা, মেয়ো রোড, ব্রেবোর্ন রোড— সমস্ত চত্বর জুড়ে যেদিন বাম ক্যাডার আর পুলিশের দাপাদাপি চলছিল, তখন কোথায় ছিলেন এসব রাত দখলের বিবেকবানরা? ১৩ জনের রক্তাক্ত দেহ ৩২ বছর আগে দেখেছিল বাংলা। বামেদের হিংস্রতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা দেখেছিল বাংলা। আজ যাঁরা মেকি কান্না কেঁদে বিচার চাই বলে রাস্তায় মোমবাতি মিছিল করেন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, আপনাদের নেতাদের একবার জিজ্ঞাসা করুন না! লজ্জা, ঘৃণা বলেও তো বাংলায় কিছু শব্দ আছে যা আপনাদের দেখলে মুখ ঢাকতে চায়। নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোট— এই ন্যায্য আওয়াজ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ হচ্ছিল। কাতারে কাতারে মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল? বাম সরকার সেদিন বলেছিল, প্রতিবাদীরা নাকি মহাকরণ দখল করতে আসছিল। আসলে প্রতিবাদে ভয় পেয়ে গিয়েই বামেরা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে বারবার। মরিচঝাঁপি, নানুর, ছোট আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, নেতাই— বামেদের অত্যাচারের অলঙ্কার। যে পুলিশের গুলিতে ১৩টি তাজা প্রাণের মৃত্যু হয়েছিল, সেই পুলিশই তদন্তের দায়িত্বে! নাটক বললেও কম বলা হয়। নিয়মই বলছে, পুলিশের গুলিতে দু'জনের বেশি লোক মারা গেলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বাধ্যতামূলক। যাঁরা বিচার চাই বলে মাঝেমধ্যে খবরে থাকার জন্য রাস্তায় নামেন, তাঁদেরকে প্রশ্ন— এই ইতিহাসগুলোর কথা বলুন। ভুলে যাওয়ার ভান করবেন না। প্রতিবছর, প্রতি মাসে, প্রতিদিন আমরা মনে করিয়ে দেব। শহিদের রক্ত আমরা ভুলিনি, ভুলব না। ছাব্বিশে ২৫০-এর বেশি আসনে জিতে কিছুটা হলেও ঋণ শোধ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

e-mail থেকে চিঠি

লড়াইয়ের আর-এক নাম একুশে জুলাই

রাহুল চক্রবর্তী

দিনটা ছিল ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই, তখন আমি রাজনীতির আঙিনা থেকে সহস্রগুণ দূরের বছর পাঁচেকের ছোট্ট শিশু। কিন্তু কিছু আবছা স্মৃতি আজও মনের ভিতর গাঁথা হয়ে আছে। তখন বাড়িতে টিভি ছিল না, তাই সরাসরি কোনও খবর দেখার বালাইও ছিল না। পরেরদিন সকালবেলা বাড়িতে যখন খবরের কাগজ এল, তখন আমি না বুঝলেও আর সকলে বুঝতে পারল আগের দিন কী সাংঘাতিক ঘটনা কলকাতার রাজপথে ঘটে গেছে। কালের নিয়মে আমারও বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক জ্ঞানের যেটুকু বোধগম্য হয়েছে, তাতে করে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সৈনিক হিসাবে একুশে জুলাইয়ের লড়াই, আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। কীভাবে ১৩টি তরতাজা যুবকের প্রাণ নিমেষে অপদার্থ বাম সরকারের পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ওই কালিমালিপ্ত দিনের কথা কারোর অজানা নয়। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন ওই অমানুষগুলো মঞ্চে উঠে ভাষণ দেয়, সমাজমাধ্যমে মার্কস-লেনিনের বাণী আওড়ায়, আর মমতাদি এবং অভিষেকদার নামে কুরুচিকর মন্তব্য করে, তখন সত্যি বোঝা যায় এরা দু-কান কাটা নির্লজ্জ বেহায়ার দল। বাংলার মানুষ এদের যেভাবে সপাটে থাপ্পড় মেরে শূন্য থেকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাতে করে এদের নিজেদের মুখ দেখানোই উচিত নয়। অনেক লড়াই, সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এই জায়গায় এসেছেন। পার্থক্য ছিল, আছে এবং থাকবেও। তাই আসুন সকলে মিলে আজ একুশে জুলাই ধর্মতলায় হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আওয়াজ তুলি— আগামী ভোরের নতুন সূর্য, ২০২৬-এ আবার গড়বে সরকার মা-মাটি-মানুষে। **জয় বাংলা, খেলা হবে।**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অমর শহিদের রক্ত-রাঙানো একুশে জুলাই

ভুলি নাই, মোরা ভুলি নাই...

দেবাশিস পাঠক

ধর্মতলায় দিন দুপুরে
তেরোটি যুবা খুন হলেন,
ধর্মতলা নয় তা অনেক দূরে
আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
মেয়ো রোডে চৌরঙ্গিতে
বাম-পুলিশ খুন করেন
এবং যখন মদতদাতা বাম নেতারা
শহিদ যুবাদের ভ্রান্তি খোঁজেন
আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
খুনখারাপি রাহাজানির
বাম চূড়ামণি যখন বলেন
এমনটা তো কতই ঘটে
নাই বা এতে নাক গলালেন!
আপনারা সব কোথায় ছিলেন?

'আপনারা' মানে 'রাত দখলে'র ডাক দেওয়া বঙ্গ বিবেক হতে চাওয়া মানুষজনেরা।

'আপনারা' মানে 'রামরেড'রা যাঁরা পদ্ম পার্টিকে ভোট দেন আর প্রগতিশীলতার ঝাণ্ডা ধরে ন্যাকা সাজেন, তাঁরা।

'আপনারা' মানে 'অধুনালুপ্ত' বামফ্রন্টের ছোটো শরিককুলের মেজ সেজ ন রাঙা জ্ঞানী-গুণীরা, যাঁদের সন্ধান তার অনুবীক্ষণ যন্ত্রও দিতে পারে না, তাঁরা।

'আপনারা' মানে বাংলার বৌদ্ধিক বিকাশ-বৃদ্ধির স্বঘোষিত বামাচারী পুরোহিতরা।

আর 'ধর্মতলায় দিন দুপুরে তেরোটি যুবা খুন হলেন' যেদিন, সেই দিনটা ছিল ২১ জুলাই, ১৯৯৩। হিংস্র বাম শাসনের ন্যক্কারজনক চেহারা অগোপন হওয়ার দিন।

'নো আইডেন্টিটি কার্ড নো ভোট' আওয়াজ তুলে বাংলার শাসনব্যবস্থায় ভরকেন্দ্র মহাকরণ অভিমুখে মিছিলে স্লোগানে ভরা অভিযানে শামিল হওয়ার দিন।

জ্যোতি বসুর সরকার, দানবিক বামফ্রন্ট সরকার সেদিন বলেছিল, হত্যালীলার সপক্ষে সাফাই দিয়েছিল, সশস্ত্র যুবকেরা সেদিন মহাকরণ দখল করতে আসছিল। জননেত্রীর নেতৃত্বে জনতা তাণ্ডব চালাবে বলে এগোচ্ছিল। আর সেই 'হিংস্র' জনতার কাছ থেকে উদ্ধার করা দ্রব্য সামগ্রীর 'সিজার লিস্ট' আরও সাক্ষ্য দিচ্ছে, পুলিশ সেদিন মহাকরণমুখী হিংস্র জনতার কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল ১৭টা না-ফাটানো বোমা, একটা পাইপগান, দুটো ভোজালি, দুটো তলোয়ার, একটা চপার আর একটা ক্ষুর। এই নাকি সশস্ত্র জনতার মহকরণ দখলের জন্য প্রয়োজনী অস্ত্র সম্ভার! কত্তা, আর কয়েন না ঘুড়াতেও হাসবো।

গুলি চালিয়ে সেদিন খুন করেছিল জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ। আর বিধানসভার রেকর্ড বলছে, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১-তে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওই জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'ডাক্তার (বিধানচন্দ্র) রায় ও কালীপদ মুখার্জি কন্ট্রোলরুমে বসে অর্ডার দিলেন ছাত্রদের লাঠি পেটা করতে। আপনারা চরম অপরাধী। যদি আপনারা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির এতই ভক্ত হন তাহলে একটা পাবলিক এনকোয়ারি করলেন না কেন?'

২৯ জুলাই, ১৯৬৯-এ ওই জ্যোতি বসুই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলেন, 'পুলিশবাহিনী আমাদের হাতে অত্যাচারের হাতিয়ার হবে না।'

আর ক্ষমতায় এসে জ্যোতি বসুর লালফ্রন্ট সরকার কী করেছিল? মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু হত্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। ১৯৯৩-তে ১৩ জন ছাত্র যুবককে হত্যার পরেও সেই হিংসার তাণ্ডব থামেনি। ২০০০-এ নানুর গণহত্যা, ২০০১-এ ছোট আঙারিয়াতে ১১ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা, ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে গণহত্যা, ২০১১-তে নেতাইয়ে গণহত্যা, একের পর এক হিংসার বিকৃত মুখব্যাদান। জ্যোতি বসুর পরম্পরা বহন করেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও।

একদা পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার ঘটনায় যিনি 'পাবলিক এনকোয়ারি'র দাবি করেছিলেন গণতন্ত্রের অভিজ্ঞান হিসেবে, তিনি ১৯৯৩-তে ১৩ জন শহিদের শরীর পুলিশের গুলিতে লাশ হয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের অধীনে প্রশাসনিক তদন্তের আদেশ দিয়ে দায় সেরেছিলেন। খুনিকেই খুনের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীকে শনাক্ত করার নাটক করেছিলেন।

হ্যাঁ! এটা নাটকই ছিল। কারণ, ১৯৭৮-এই জাতীয় পুলিশ কমিশন স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, পুলিশের গুলিতে দুজনের বেশি লোক মারা গেলে বাধ্যতামূলকভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসাতে হবে।

সেই সুপারিশকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সেদিন জ্যোতি-বুদ্ধ 'নাটক'ই করেছিলেন।

কোন কালে উৎপল দত্ত মশাই 'ব্যারিকেড' নাটকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুলিশ কখনও গুলি চালায় না, গুলি চালাতে বাধ্য হয়। অথচ আজও সব্বাই 'ভুল' করে বলে, '৯৩-এর ২১ জুলাই পুলিশ গুলি চালিয়েছিল।

কারা মারা গিয়েছিল সেদিন?

■ ৯ জন অমর শহিদের ছবি, যাঁরা ১৯৯৩-এর একুশে জুলাই বাম পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

- রঞ্জিতকুমার দাস, বয়স ২৫, বাবার নাম রত্নেশ্বর দাস, বাড়ি গাইঘাটায়।
- প্রদীপ রায়, বয়স ৩২, বাবার নাম নবীন্দ্র রায়, বাড়ি কলকাতার কসবায়।
- শ্রীকান্ত শর্মা, বয়স ৪৪, বাবার নাম রামরতন শর্মা, বাড়ি কলকাতার কসবা অঞ্চলেই।
- রতন মণ্ডল, বয়স ৫০, বাড়ি সোনারপুর।
- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২০, বাবা বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি যাদবপুর। ম্যাটাডোর থেকে নামিয়ে পুলিশ এঁকে হত্যা করে।
- অসীম দাস, বয়স ২৫, বাবা গৌরাঙ্গ দাস, বাড়ি চুঁচুড়া।
- বিশ্বনাথ রায়, বয়স ২৩, বাবা মদন রায়, বাড়ি বরানগর।
- কেশবচন্দ্র বৈরাগী, বয়স ৩০, কাঁচরাপাড়ার রেলকর্মী।
- দিলীপ দাস ও বন্দন দাস, বাড়ি উত্তর কলকাতায়।
- মুরারি চক্রবর্তী, কলকাতার মেট্রো সিনেমার সামনে পড়েছিল এই অজাতশত্রু মানুষটার লাশ।

বাকি দুই শহিদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের—
- ইনু মিঞা আর আবদুল খালেক।

নিথর ত্রয়োদশকে দেখলে উইলফ্রেড আওয়েন ফের প্রশ্ন করতেন, করতেনই,
"Are limbs, so dear achieved, are sides,/ Full-nerved still warm, too hard to stir?/ Was it for this the clay grew tall?"

[অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, যেগুলি যত্নলব্ধ, পার্শ্বদেশগুলি পূর্ণক্ষম স্নায়ুসম্পন্ন— এখনও উষ্ণ— এত শক্ত হয়ে যায়নি তো যে নাড়ানো যাবে না? এজন্যই কি এই মাটির পৃথিবীতে মানুষ বেড়ে ওঠে]

সেদিন কুণাল ঘোষের তৎপরতায় জননেত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে তিনিও প্রাণে বাঁচতেন না।

১৩ মে, ২০১১। ৩৪ বছরের হিংস্র বাম জমানার অবসান। মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠনের দিন। মুখ্যমন্ত্রিত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেবার কিন্তু আলাদা কোনও দিনে পালিত হয়নি বিজয় উৎসব।

দুমাস পরের ২১ জুলাইকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল জয়নিনাদ ঘোষণার জন্য।

এই একটা ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় ২১ জুলাইয়ের তাৎপর্য। ২১শের পরম্পরা।

২১ জুলাই দিনটি তাই প্রতিবাদের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তোলার দিন। ২১ জুলাই যে ছিল বাংলার মানুষের কথা বলার দিন। ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই ছিল এ-রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদ জানাতে বাংলার যৌবনের আহুতি দেওয়ার দিন।

২১ জুলাই তাই কেবল শোকের দিন নয়। শোকের অশ্রুকে শপথ নেওয়ার যজ্ঞাগ্নিতে পরিণত করার দিন।

আমাদের শপথের পবিত্র স্বাক্ষরে নতুন সূর্য শিখা জ্বলবে / আমাদের সংগ্রাম চলবে।

মমতাময় আন্দোলনের যে মৃত্যু হয় না।

একুশে জুলাই অমর রহে।

শহিদদের স্মৃতিতর্পণ ও শপথের বাস্তবায়ন

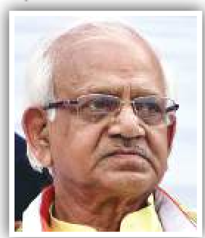

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

একুশে জুলাই আমরা ৩৩ তম শহিদ স্মৃতিতর্পণ দিবস পালন করব। আজ থেকে ৩২ বছর আগে কলকাতার কালো পিচ রাস্তা যুব কংগ্রেস কর্মীদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। নিহত হয়েছিল ১৩ জন তরতাজা যুবক এবং ২০৬ জন কর্মী আহত হয়েছিলেন।

১৯৯৩ সালে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'No identity card no vote' এই দাবিকে সামনে রেখে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যে রাস্তাগুলি ছিল সেইখানে শান্তিপূর্ণ জমায়েতের ডাক দেন। ব্রাবোর্ন রোড, লালবাজার, ধর্মতলা, এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও মেয়ো রোডে জমায়েতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কারণ ১৯৭৭ সালের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় যত নির্বাচন হয়েছে সব নির্বাচনে গুন্ডামি, ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখল করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জয়ী হয়েছে। তখন ব্যালটে ছাপ্পা দিয়ে ভোট হত, ফলে ভোট একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।

তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব পালন করত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য ধাতুতে গড়া। ওঁকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চিনেছিল ওঁর কর্মক্ষমতা এবং আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতা দেখে।

প্রতিটি জায়গায় যত বেলা বেড়েছে ততই কর্মী সংখ্যা বেড়েছে। আগের দিন মমতা লালবাজারে যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে বলেছিলেন, আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তই নিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেকোনও মূল্যে দমিয়ে দিতে হবে কারণ তারা জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনও নেতাই আন্দোলন করবে না। বিনা প্ররোচনায় মেয়ো রোডের মোড়ে শুরু হয় লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এবং তারপর বেপরোয়া গুলি চালানো। ব্রাবোর্ন রোডে আমাদের মঞ্চ ভেঙে দেয় পুলিশ। মমতা প্রতিবাদ করলে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। মমতা অচেতন হয়ে পড়েন। সবাই ধরে একটা গাড়িতে তোলে এবং হাসপাতালে ভর্তি করে। মেয়ো রোডের মোড়ে আমার সামনে কয়েকজনকে গুলি খেয়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছি। দেখেছি 'জল জল' বলে চিৎকার করতে করতে স্তব্ধ হয়ে যেতে। ধর্মতলাতেও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যুব কংগ্রেস কর্মীদের খুন ও আহত করেছিল।

আজ তারপর ৩২টা বছর কেটে গেছে, কিন্তু ২০১১ সালের আগে এক চরম স্বৈরাচারী বর্বর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চরম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল পশ্চিমবাংলার মানুষকে।

আমরা অনেক পথ পরিক্রমা করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। অনেক সহকর্মী বন্ধু ও সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি যারা স্বৈরাচার, অন্যায়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস ও অত্যাচারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সাংবিধানিক অধিকার।

দার্জিলিং থেকে বঙ্গোপসাগর এবং পুরুলিয়া থেকে বনগাঁ, সর্বত্রই একই ছবি। হয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বশ্যতা স্বীকার করে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করতে হবে নচেৎ প্রাণ যাবে, মান যাবে, বাস্তুচ্যুত হতে হবে, জমি যাবে এবং জমির শস্য লুট হয়ে যাবে এবং পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হবে।

বিরোধিতা করলে বাড়ির মহিলাদের সাদা থান দিয়ে আসত এবং বলে দিত পুরুষদের খুন করা হবে।

২১ জুলাই ১৯৯৩ সালের বামফ্রন্ট সরকারের নির্মম হত্যালীলা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে বিরলতম ঘটনা।

১৯৯০ সালের মমতাকে হাজরা মোড়ে হত্যার চক্রান্ত করে লোহার রড দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হার্মাদ। সারা মাথায় সেলাই করতে হয়েছিল। গণদেবতার আশীর্বাদ ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে মমতা প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৯৩ সালেও মমতার আঘাত ছিল অত্যন্ত গুরুতর। অনেকদিন হাসপাতালে চিকিৎসা করলেও মাথায় যেভাবে চুল কাটতে হয়েছিল সেটা বর্ণনা করাও কষ্টকর। বহুদিন কালো কাপড় বেঁধে রাখতে হত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকবার হত্যার চেষ্টা করলেও সারা বাংলায় যেখানে অত্যাচার হয়েছে মমতা পৌঁছে গিয়েছেন এবং গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

একটা সময় বাংলার মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল পশ্চিমবাংলায় হয়তো কোনওদিন সরকারের পরিবর্তন হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপসহীন সংগ্রাম, জীবনকে বাজি রেখে মানুষের জন্য লড়াই দেখে আস্তে আস্তে মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। জীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করা, যে কাজে নিয়োজিত সেই কাজকে মন থেকে উপলব্ধি করা, ব্যক্তিগত জীবনে সত্যতা, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষের মনে ধীরে ধীরে স্থান করে দিয়েছিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির বর্বর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষ আন্তরিকভাবে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন চাইতে শুরু করে। মমতার অল্প বয়স থেকেই মানুষের মনকে বোঝার ক্ষমতার অপরিসীম। খুব অল্প বয়স থেকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ। ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেস (আই)-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সারা বাংলায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অবাধে বিচরণ করেছেন। ১৯৮৪ ও ১৯৯১ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভায় মানবসম্পদ উন্নয়ন, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী হন। এছাড়াও ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ এই মোট সাতবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে ১ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হয়ে ২০০১ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ছিলেন। ২০০৪ সালে কয়লা ও খনি দফতরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই তাঁকে জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। আবার বারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে নানা প্রকল্প ঘোষণা করেছেন যা জনমনে প্রভাব ফেলেছে। কংগ্রেস করাকালীন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বারবার দিল্লির নেত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের অত্যাচার, স্বৈরাচার এবং দুর্নীতি মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কংগ্রেস মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যখনই কলকাতায় এসেছে তখনই তারা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছে যার ফলে মমতা-সহ সকল কর্মীদের মনে কংগ্রেস দল সম্পর্কে তীব্র বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। একদিকে মমতার নিজের জীবন বিপন্ন করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের অন্তহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই, যে লড়াইয়ে অসংখ্য তাজা প্রাণ মায়ের কোল খালি করেছে, অসংখ্য বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, কত নির্দোষ মানুষের সম্পত্তি আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে কিন্তু মমতাকে আন্দোলন থেকে বিরত করতে পারেনি।

মমতা কংগ্রেস দলে উদাসীনতা, ক্ষমতায় থাকার জন্য একটা স্বৈরাচারী, বর্বর, দুর্নীতিবাজ দলের সঙ্গে সখ্য মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেস মমতাকে বাধ্য করেছিল কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে। সর্বভারতীয় দল গঠনে অত্যন্ত তিনজন সাংসদের স্বাক্ষর লাগে আবেদন করার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পাঁজা ও কৃষ্ণা বসু স্বাক্ষর করে নির্বাচন কমিশনের আবেদন করলেন নতুন দল গঠনের জন্য। সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার পর নির্বাচন কমিশন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠনে আবেদন মঞ্জুর করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে দলের নাম ঘোষণা করেন। সভানেত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে অজয় মুখার্জি, প্রফুল্ল সেন, প্রণব মুখার্জির মতো নেতারা চেষ্টা করে দল গঠন করেও সফল হতে পারেনি। ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ মমতার সাংগঠনিক ক্ষমতা, নিরবচ্ছিন্ন লড়াই, সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং সৎপথে চলা পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে আস্থা-বিশ্বাস তৈরি করে যার প্রকাশ হয়েছে পঞ্চায়েত, সমিতি, জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচনে। নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৩৪ বছরের বেশি কুশাসনের নজির রেখে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে।

২০১১ সালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ১৮৪টি আসন লাভ করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ৪০টি আসন ও জাতীয় কংগ্রেস ৪২টি আসন পায়। তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে সরকার গঠন করার ক্ষমতা অর্জন করে। (এরপর ৬ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২১শে স্মরণ

21 July, 2025 • Monday • Page 6 Website - www.jagobangla.in

অনেকেই ভুলে যান, কিন্তু ভোলেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মালা রায়

একুশে জুলাই আমাদের আবেগ। মানুষের দাবিতে, সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে সেই আন্দোলন। সেইসময় দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটা আন্দোলনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মানুষের সেই দাবি অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের সেইসময়ের দফতর মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদেরও বয়স তখন কম। সেই ঐতিহাসিক দিনে বিভিন্ন জেলা থেকে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা শহরের পাঁচটি জায়গায় জমায়েত করেছিল। কিন্তু তখনও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তাই যুব কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে যুবদের নিয়েই গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেইসময় তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব গণআন্দোলনে শামিল হয়নি।

আমিও ব্যক্তিগতভাবে সেদিনের সেই আন্দোলনে ছিলাম। বিশেষ করে টি-বোর্ডের কাছে যে জমায়েত হয়েছিল, সেখানে আমিও ছিলাম। কিছুক্ষণ পরই প্রতিবাদী জমায়েত যখন ধীরে ধীরে মহাকরণমুখী হতে শুরু করল, সেইসময় দেখলাম গুলি চলছে। জমায়েত ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। কিছু মানুষ প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে, কিছু মানুষের পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা তখন টি-বোর্ড থেকে ক্রমশ ধর্মতলার দিকে এগোতে থাকলাম। পথচলতি বহু মানুষ আমাদের বলছিলেন, ওদিকে যাবেন না। ব্যাপক গোলাগুলি চলছে! কারণ, মানুষ তখনও জানত না কী হচ্ছে না হচ্ছে। ওদিকের মানুষ এদিকে আসতে পারছেন না, এদিকের মানুষ ওদিকে যেতে পারছেন না। গুলির শব্দে হুড়োহুড়িতে প্রচুর মানুষ পদপিষ্ট হয়েছিলেন। তেরোজনের তো প্রাণটাই চলে গেল। যাঁরা আহত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে আমরা সেই পরিস্থিতিতে পিজি হাসপাতালে দৌড়ালাম। অন্যান্য হাসপাতালেও কিছু মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই স্মৃতি যেন এখনও টাটকা। সেই গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলার মানুষ সচিত্র পরিচয়পত্র হাতে পেয়েছিল।

সেই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সাহস জুগিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার স্বার্থে, বাঙালির স্বার্থে তারপরও বহু আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তিনি। নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই-সিঙ্গুর, একের পর এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন থেকেই তাঁর প্রতি বাংলার মানুষের আস্থা ক্রমাগত বাড়ছিল। উনি চেয়েছিলেন, সিপিএমের বর্বরতার বিরুদ্ধে সরব হোক কংগ্রেসও। কিন্তু কোনও কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে কোনও আন্দোলনে শামিল হননি। বরং তাঁকে অপদস্থ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা-চক্রান্ত চলছিল। এমনকী যখন সভাপতি পদে লড়াই হল, তখনও পিছন থেকে ছুরি মারল কংগ্রেস। সেই নির্বাচনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমরা। সেই ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই জিততেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেসের লোকজন চক্রান্ত করে তাঁকে হারিয়ে দিল।

যদিও সেই হারের পর তিনি আরও বেশি করে আন্দোলনমুখী হয়ে পড়লেন।

৩৪ বছরের বাম আমলে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রায় ৫৬ হাজার রাজনৈতিক খুন হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও নেতাকে দেখিনি নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখলাম, এত বছর পরও ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাইয়ের সেই শহিদদের ত্যাগ তিনি ভোলেননি। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত এখনও এই দিনটিকে আমরা শহিদ দিবস হিসেবে স্মরণ করি। শহিদদের পরিবারকে মঞ্চে এনে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। ১৩ শহিদের পরিবার সেইসময় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়ভার নিয়ে সেই শহিদ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ তিনি বাংলার তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই সরকারে থাকলে পুরনো দিনের কথা, পুরনো আন্দোলনের কথা ভুলে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেই আন্দোলনের কথা, ১৩ শহিদের আত্মত্যাগের কথা ভুলে যাননি। তাই আজও তিনি শহিদ পরিবারগুলির পাশে রয়েছেন, নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নেন।

আমি নিজে ১৯৭৩ সাল থেকে ছাত্র পরিষদ করে বড় হয়েছি। আজকে ২০২৫ সাল। বহু আন্দোলন দেখেছি, বহু সরকার দেখেছি, বহু মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, বহু নেতা-নেত্রী দেখেছি। কিন্তু এত মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কখনও দেখিনি। আজও বাংলার কোনও কোণায় কোনও ঘটনা ঘটলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির খোঁজ নেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন; সেটা অনেক মানুষই ভুলে যান। কিন্তু তিনি ভোলেন না।

আজও বাংলার মানুষের জন্য বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োজনে তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে বাংলার ১০ কোটি মানুষের ন্যায্য দাবিদাওয়া ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর স্বভাবজাত কর্ম। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, বিধায়ক-সহ জনপ্রতিনিধিরা তাঁর এই মানবিক ভূমিকার জন্যই তাঁর সঙ্গে, তাঁর পাশে রয়েছি। দলের নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে একেবারে তৃণমূলস্তরের কর্মী পর্যন্ত, যার সঙ্গেই তাঁর আলাপ রয়েছে; তিনি সবার প্রতি মায়ের ভূমিকা পালন করেন। এরকম নেত্রী আমি আর দেখিনি।

কিন্তু তাঁকে বারবার অর্থনৈতিকভাবে, মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্ত হয়ে চলেছে। তবু এইসব কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের নেত্রী আগেও লড়েছেন, আগামীতেও লড়বেন।

শহিদদের স্মৃতিতর্পণ

(৫ পাতার পর)

আগেই উল্লেখ করেছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র নেত্রী যিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের শুধু মনে রেখেছেন তা নয়, তাঁদের পরিবারের কোনও একজনকে চাকরি দিয়েছেন এবং প্রতি বছর তাঁদের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে সম্বোধিত করেন।

ভূদেব সেন অথবা নুরুলকে নিয়ে রাজনীতি করেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কিন্তু পার্কসার্কাসে ভূদেব সেনের শহিদ বেদিতে একটা মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়নি। আর নুরুলকে নিয়ে গান বেঁধে প্রচার করেছে কিন্তু তাঁর পরিবারকে কোনও সাহায্য করেনি। মমতা ক্ষমতায় এসে নুরুলের পরিবারকে বাড়ি দিয়েছেন এবং আর্থিক সাহায্য করেছেন। মমতা শপথ নিয়েছিলেন 'শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ' শুধু স্লোগান নয়, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

৩৪ বছরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলাকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া রাজ্যে পরিণত করেছিল। দেশে ১৮তম রাজ্যে পরিণত হয়েছিল বাংলা। মমতা পশ্চিমবাংলাকে দেশে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।

১। পশ্চিমবাংলা ১৩ বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ও কর্মসংস্থানে এক নম্বর।
২। সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদানে এক নম্বর।
৩। স্কিল ডেভেলপমেন্টে এক নম্বর।
৪। ই-টেন্ডারিংয়ে এক নম্বর।
৫। লাগাতার ২০১১ সাল থেকে পাঁচ বছর ১০০ দিনের কাজে, গ্রামের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে এবং গ্রামে রাস্তা তৈরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং প্রথম হয়েছে।
৬। চাল উৎপাদনে দেশে এক নম্বর।
৭। পাট উৎপাদনে দেশে এক নম্বর।
৮। ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রথম।
৯। ভারী শিল্পে প্রথম তিনে পশ্চিমবঙ্গ।
১০। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম রাজ্য।
১১। দেশের স্কুলগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবাংলার ড্রপ আউট শূন্য।
১২। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবাংলা দেশে সর্বোত্তম।
১৩। দেশের সর্বোত্তম তিনটি থানার মধ্যে হুগলির শ্রীরামপুর থানা।
১৪। আলু উৎপাদনে দেশে দ্বিতীয় কিন্তু রাজ্যের আয়তনের নিরিখে পশ্চিমবাংলা প্রথম।
১৫। খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতায় দেশে প্রথম।
১৬। কলকাতা পুলিশের 'প্রণাম' ও 'সুকন্যা' এবং আবাসন দফতরের 'চা-সুন্দরী' স্কচ পুরস্কার পেয়েছে ২০২৫ সালে।
১৭। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের সামাজিক প্রকল্পগুলি জন্য দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের 'হাউজহোল্ড কনজামসান এক্সপেন্ডিচার সার্ভে রিপোর্ট'।
১৮। কেন্দ্রীয় সরকারের পশুপালন পরিসংখ্যান অনুযায়ী দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে দেশে প্রথম স্থানে পশ্চিমবাংলা।
১৯। সেন্ট গ্যালন ব্রেস্ট ক্যানসার কনফারেন্স 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পকে বিশ্বসেরার স্বীকৃতি দিয়েছে।

তালিকা দীর্ঘ করতে চাই না কিন্তু একটি বিষয় খুব পরিষ্কার, তা হল, পশ্চিমবাংলার মার্কসবাদী খুনিদের হাতে অসংখ্য কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের রক্তের বন্যা দেখেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিয়েছিলেন 'বীরের এ রক্তস্রোত— মাতার এ অশ্রুধারা'কে ব্যর্থ হতে দেব না। পশ্চিমবাংলাকে দেশের সেরা রাজ্যে পরিণত করে প্রতিজ্ঞা পূরণ করব।

আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলা দেশের অন্যতম সেরা রাজ্য।

২১ জুলাইয়ের শহিদদের স্মৃতিতর্পণের এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।

নেত্রীর আন্দোলনের ফসল ভোগ করছেন দেশবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

একুশে জুলাই ১৯৯৩-এর দিনটি বাংলার মানুষের কাছে এক কালো দিন, স্মরণীয় দিন। ২১শে জুলাই মানেই একটা আবেগ। প্রত্যেকটা মানুষের জন্য পরিচয়পত্র এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের দাবি-সহ বিভিন্ন দাবিতে মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন আজকের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৎকালীন যুবনেত্রী বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদির ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিন সারা রাজ্য থেকে লাখো লাখো মানুষ ওই কর্মসূচিতে হাজির হন। পাঁচটি জায়গায় জমায়েত করে নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু হয়। আমি তখন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, কয়েক হাজার দলীয় কর্মী নিয়ে আমরাও হাজির হয়েছিলাম ওই কর্মসূচিতে। কোচবিহার থেকে যোগ দেওয়া কর্মীদের দুটো ভাগে ভাগ হয়ে অর্ধেকটা বউবাজার, যেখানে রাজ্য সংগঠনের সভাপতি সুব্রত বক্সি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আর বাকিটা কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে, যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তৎকালীন যুবনেতা মদন মিত্র, সৌগত রায় প্রমুখ। আমি বউবাজার থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেস ক্লাবের সামনে যাই, তখন একটি টেম্পোর উপর মাইক বেঁধে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি চলছিল, একটু একটু করে বৃষ্টিও পড়ছিল। হঠাৎ করে বিনা প্ররোচনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে শান্তিপূর্ণ মিটিংয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চলতে থাকে। গুলিতে পরপর বেশ কিছু যুবকর্মী রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই ১৩ জন যুবকর্মীর মৃত্যু হয়, আরও শতাধিক যুবকর্মী গুলিতে

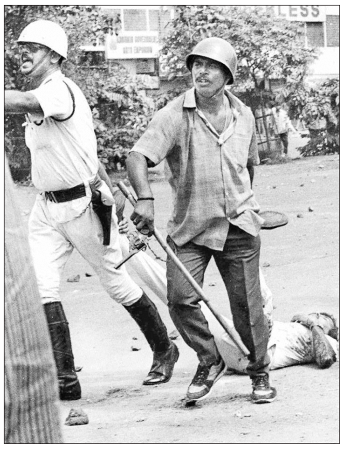

গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাদেরকে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে মিটিং ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে ও সব জায়গায় মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে।

সেই সময় এত টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ ছিল না, কিন্তু যতটুকু ছিল তার মাধ্যমেই খবর মুহূর্তের মধ্যে সারা রাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। তখন মোবাইল ফোনও বের হয়নি, যোগাযোগের একমাত্র ভরসা ল্যান্ডলাইন ফোন। হঠাৎ করেই চারিদিকে শ্মশানের স্তব্ধতা। তারমধ্যেই খুঁজতে শুরু করলাম কোচবিহারের কর্মীদের, বিশেষ করে যারা গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে কেউ আবার কোচবিহারের আছে কি না। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হলাম যে কোচবিহারের কেউ আহত হয়নি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, যে সরকারের মূল চালিকাশক্তি ছিল সিপিআই(এম)। ক্ষমতায় এসেই সিপিআই(এম) সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রাখে আর ভোটের সময় বুথ দখল করে ভুয়ো ভোট দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়। নাবালক-নাবালিকাদের দিয়ে ভোট দিয়ে এবং মরে যাওয়া মানুষের নামে ভোট দিয়ে তারা ভোটে জেতে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যে, ভোটের পরিচয়পত্র ছাড়া ভুয়ো ভোট আটকানো যাবে না। সেইসময় নির্বাচন কমিশনার ছিলেন টি এন শেষন। দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার টি এন শেষনকে চাপ দিচ্ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপের কাছে কমিশন নতি স্বীকার করে ও দাবি মেনে ভোটারদের পরিচয়পত্র দিতে বাধ্য হয়। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফসল আজ সারা দেশের মানুষ ভোগ করছে, আজ ভোটার কার্ড ছাড়া কোনওকিছুই হয় না। অর্থাৎ সেদিনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের সুবিধা আজ সারা দেশ ভোগ করছে। এই ঘটনার পর সারা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চরম নিন্দার ঝড় ওঠে। বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নামেন। উত্তাল হয় বাংলা।

তারপর প্রত্যেক বছর ২১ জুলাই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। ২১ জুলাই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সারা রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে যাঁরা ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই ওই কর্মসূচিতে ছিলেন তাঁরা, যাঁরা কমপক্ষে আজও বেঁচে আছেন, এই দিনটিতে তাঁরা এই কর্মসূচিতে যাবেনই। তাঁদের কেউ ডাকুক আর না ডাকুক। কারণ, এই দিনটা একটা আবেগের দিন। আজও যদি ভোটার পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা না হত, দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এই আন্দোলন না করতেন, তবে আজও হয়তো বামফ্রন্ট সরকারকে হারানো সম্ভব হত না। তাই দিদিকে স্যালুট জানিয়ে সেদিনের ঘটনার বর্ণনা সমাপ্ত করলাম।

এক নারীর আন্দোলনের ধাত্রীভূমি

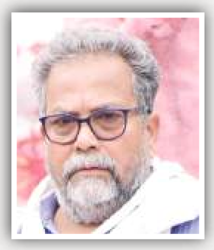

অশোক মজুমদার

একুশে জুলাই... মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাস যদি কোনওদিন এই অধ্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে উত্তরপত্র সাজায়, সাক্ষী হিসেবে অনেকের সঙ্গে এই ছবিওয়ালারও ডাক পড়বে।

দেখতে দেখতে তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, সেদিনের যুব কংগ্রেস নেত্রী থেকে আজ নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেত্রীর এই মেগা ইভেন্ট। ছবিওয়ালারও তাই।

আমার ফটোগ্রাফি শুরুর প্রায় সমসাময়িকই বলা যায় দিদি তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির যাত্রাপথ। রাজনৈতিকভাবে যতটা আগ্রাসী, এক ইঞ্চি জমিও ছাড়েন না বিরোধীদের, ব্যক্তিগতভাবে ঠিক উল্টো...অসাধারণ একটা মানবিক উদার মনের মানুষ উনি।

প্রথম কয়েকবারের সাক্ষাৎ থেকেই আমার মনে হত মেয়েটিকে রাজনীতি বহুদূর নিয়ে যাবে। কিন্তু ওঁর রাজনৈতিক জীবন সংগ্রাম বড়ই অমসৃণ। রক্তক্ষয়ী। লিখতে বসলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। তবে লড়াইয়ের জেদটা সেদিনও যেমন দুর্দমনীয় ছিল, আজও তাই।

আমিও তখন সাদা বাড়ি কালো গ্রিলে (আনন্দবাজার পত্রিকা) লড়ছি। সারাবছর দিন-রাত এক করে খুন, অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনা, বন্যা, পুজো-পার্বণ যাই ঘটুক, ছুটতাম। কারণ পায়ের নিচে শক্ত মাটির প্রয়োজন। কিন্তু বছরভর যাই করি না কেন, ২১শে জুলাই লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো এখনও আমি ধর্মতলামুখী।

২০১৪ পর্যন্ত সাদা বাড়ি কালো গ্রিলের (আনন্দবাজার পত্রিকা) চিত্র সাংবাদিক ও তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফার হিসেবে ২১শে জুলাইয়ের সঙ্গে আমারও গাঁটছড়া তেত্রিশ বছরের...

বঙ্গ রাজনীতিতে এই ২১শে জুলাই অঘোষিত এক ছুটির দিন বলাই যায়। এইদিন কলকাতা তো বটেই, জেলার মানুষজনের কাছে কোথাও যাওয়ার হলেই খুব স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া যে, ''২১শে জুলাই তো আজ!!''

এ দিনটা শুধু ছবি তোলার কাজ হলে আমি কখনওই এত বছর ধরে একই অ্যাসাইনমেন্ট কভার করার কথা ভাবতামও না। কারণ রিপিট ছবির ধারাবাহিকতা আমার অত্যন্ত অপছন্দের। সেদিক থেকে ২১শে জুলাই কোনও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান একেবারেই নয়। চেনা ছবি চেনা মুহূর্ত। তবুও আমি হাজির হই।

কী অমোঘ টানে লাখো মানুষ এদিন ওই সাধারণ মেয়েটির ভাষণ শুনতে পাড়ি জমায় কলকাতায়। এ কোনও সহজ কথা নয়। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে ভরসার, স্নেহের, ভালবাসার। আমিও তাঁদেরই দলে। হয়তো আমার পরিচয় এক ছবিওয়ালার তবুও তিরানব্বয়ের সেই রক্তাক্ত দিনে ট্রাফিক পোস্টে বসে থাকা মেয়েটির সঙ্গ আমি আজও ছাড়তে পারিনি। স্নেহ নাকি মায়া, বলতে পারি না। কিন্তু এক বাঙালি নারীর পায়ে পায়ে বিপ্লবের সাক্ষী হওয়াটা যে ভীষণ গর্বের।

আমরা সকলেই জানি, এরকমই এক ২১শে জুলাই ১৯৯৩-এ রাইটার্স ঘেরাও অভিযান রণক্ষেত্র চেহারা নেয়। পুলিশের গুলিতে তেরোজন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক মারা যান। কিন্তু দিদি ভীষণভাবে জখম হয়েছিলেন। খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছিলেন। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পরও বাড়ি ফিরে বেশ কিছুদিন লাগে সুস্থ হয়ে উঠতে। তবে একটু হাঁটাচলা করার মতো পরিস্থিতি হতেই মাথায় ব্যান্ডেজ ও ভাঙা হাত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেলেন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে।

সেই তারপর থেকেই ২১শে জুলাই শহিদ দিবস পালন করতে করতে এতগুলো বছর কীভাবে পার হয়ে গেল কখনও হিসাবই করিনি। জানি না ভারতবর্ষে এমন কোনও আন্দোলনকে নিয়ে এত বড় একটা সমাবেশ হয় কি না। তবে ফি বছর বাংলার এটা স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত।

এই সমাবেশ একবার শুধু ব্রিগেডে হলেও ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছেই প্রতিবার হয়ে এসেছে। অন্যান্যদিন অফিস-কাছারি, বাজার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত চেনা ধর্মতলা চত্বরে এদিন বাস-ট্রাম, অফিস বন্ধ হয়ে যায়। এটা নিয়ে আগে আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা হলেও মানুষের আবেগের জনসুনামিতে সেসব কর্পূরের মতো উবে যায় বলেই সংবাদ মাধ্যমও ফোকাস করে এই বিশেষ দিনে কর্মীদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন...

এইসবের মাঝে ১৯৯৩-এর ঘটনার সময় আমি যেমন ছিলাম আজও ঠিক তেমনি আছি। প্রতিটি ২১শে জুলাই আমিও হাজির থাকি সকাল থেকে। দেখতে গেলে আমার কাছেও এটা রেকর্ড যে আমার ক্যামেরাতে বন্দি ৩৩ বছর ধরে ২১শে জুলাই। এমনকী সাদা বাড়ির কালো গ্রিলে (আনন্দবাজার পত্রিকা) থাকাকালীন বহু সময় ২১শে জুলাই মূল স্টেজে অন্য চিত্র সাংবাদিক থাকলেও আমি এই বিশেষ দিনটার ছবি কিন্তু ছাড়িনি। মূল স্টেজের ছবি না তুললেও ঘুরে ঘুরে ভিড়-সহ নানান মুহূর্তের ছবি তুলে গেছি। আবার কখনও এক ফাঁকে স্টেজে দিদির ছবিও তুলে এসেছি।

২০১৪ থেকে মুখ্যমন্ত্রী দফতরের ছবি তুলি বলে আমার সৌভাগ্য হয় এখন মূলমঞ্চ থেকে ছবি তোলার। সেই ছবি দিদির নির্দেশে সব কাগজকে দিতে হয়।

২০১১ সালে দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে তো এটা কভারেজের শীর্ষে থাকে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে।

সত্যি বলতে সেই কোন ছোটবেলায় পড়াশোনার জন্য আমি বর্ধমানের সবুজ মাঠ-ঘাট, খেত, পুকুরের পাড় ছেড়ে বীরভূমের রুক্ষ শুষ্ক উষরতাকে সঙ্গী করে কলকাতার বাসিন্দা হলেও আজও শিকড়হীন। কিন্তু এই একটি মাত্র জায়গায় আমি থমকে যাই। কত বকা খাই, মুখ্যমন্ত্রী দফতরের অত্যন্ত কাজের ব্যস্ততায় কখনও কখনও রাগ হয় তবুও ওই মানুষটির প্রতি প্রথমদিন থেকেই জন্মানো এক অসম্ভব শ্রদ্ধা দিনের শেষে সবকিছু ম্লান করে দেয়।

চিত্র সাংবাদিক হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কত আন্দোলন দেখেছি। নেতা তৈরি হতে দেখেছি। আবার হারিয়েও যেতে দেখেছি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে লড়াকু মেয়েটিকে দেখে আসছি এখনও পর্যন্ত তাঁর সেই মনোভাবের কোনও পরিবর্তন দেখিনি। মানুষ ওঁর এই দায়বদ্ধতাকে বিশ্বাস করে বলেই প্রতিবার ২১শে জুলাই হাজির হয় কলকাতায়। আমিও আমার দায়বদ্ধতা থেকেই ছবি তুলে আসছি যা আমার কাছে অত্যন্ত গৌরবের।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেন্ট্রাল পার্কের শিবিরে কর্মীদের জমায়েত

একুশের সমাবেশ শেষেই নিতে হবে ছাব্বিশের প্রস্তুতি : কল্যাণ

■ উত্তরপাড়ায় যুব তৃণমূলের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মহামিছিল। ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম গুঁই-সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সংবাদদাতা, হুগলি: একুশের সমাবেশ থেকে ফিরে ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। একুশে জুলাইয়ের আগের দিন মহামিছিল থেকে এমনই জানালেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সময় থাকতেই কোমর বেঁধে নামছে তৃণমূল। আজ ঐতিহাসিক একুশে জুলাই। এই মেগা সমাবেশের আগে গলি থেকে রাজপথ জুড়ে চলেছে প্রস্তুতি প্রচার। এর অন্যথা ছিল না হুগলির উত্তরপাড়াতেও। স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতা অর্ণব রায়ের উদ্যোগে হওয়া বিশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলার সব মানুষকে যিনি ভাল রেখেছেন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় হোক। একুশে জুলাই শহিদতর্পণ করতে আমরা সবাই একসঙ্গে ধর্মতলায় যাব। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চতুর্থবারের জন্যও পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচিত হবে ছাব্বিশের নির্বাচনে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদ সমাবেশ থেকে আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে লড়াইয়ের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দেবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাকে সঙ্গে নিয়েই একুশের সমাবেশ থেকে ফিরে ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে আমাদের।

বিরোধীদের কুৎসা রুখতে হবে সোশ্যাল মিডিয়াতেই

■ একুশে জুলাইয়ের আগে রবিবার উত্তম মঞ্চে সোশ্যাল মিডিয়ার সমর্থকদের চায়ের আড্ডা-য় বক্তা কুণাল ঘোষ।

প্রতিবেদন : আজ একুশে জুলাই। ঐতিহাসিক শহিদ সমাবেশে দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা থেকে এসে কলকাতায় ভিড় জমাচ্ছেন হাজার-হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। এর মধ্যেই রবিবার তৃণমূলের সমাজমাধ্যমের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের তরফে মহানায়ক উত্তম মঞ্চে আয়োজিত হল বিশেষ 'চায়ের আড্ডা'। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, তারকেশ্বর চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ অন্যরা। এদিন বিরোধীদের ক্রমাগত কুৎসা-অপপ্রচারের পাল্টা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান তিনি। কুণাল বলেন, আগামীকাল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীর জন্য বার্তা দেবেন। তারপর শুরু আসল লড়াই। বিরোধীরা কিন্তু আবার ৯ অগাস্ট ন্যায়বিচারের অজুহাতে কুৎসা-অপপ্রচার আর নোংরা রাজনীতি শুরু করবে। বাম-রামের সেই অপচেষ্টা ভেস্তে দিতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই। পাশাপাশি, ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাইয়ের গণআন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে বিরোধীদের ধুয়ে দেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। নতুন কর্মীদের সামনে তুলে ধরেন সেদিনের জনসমুদ্রে বাম হার্মাদ ও বাম পুলিশের আক্রমণের কাহিনি। সর্বাত্মকভাবে বিজেপির বিরোধিতা করার পাশাপাশি সিপিএমকে এক কণা জমিও না ছাড়তে সতর্ক করা হয় আড্ডা থেকে।

বিষ খাইয়ে ২৫টি সারমেয় মারার চেষ্টা হরিপালে

সংবাদদাতা, হরিপাল : খাবারে বিষ মিশিয়ে একসঙ্গে ২৫টি সারমেয়কে হত্যার চেষ্টা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির হরিপালে। এর মধ্যে ৪টি সারমেয়র মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ৬টি কুকুর নিখোঁজ। বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক, তাদের চিকিৎসা চলছে। হরিপাল থানার নালিকুলের হরিহরপুর পূর্বপাড়া গ্রামে স্থানীয়রা একাধিক পথকুকুরকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরাই খবর দেন আশ্রয় হোম অ্যান্ড হসপিটাল ফর অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার নামে এক পশুপ্রেমী সংস্থাকে। এই সংগঠনের সদস্যরা অসুস্থ কুকুরগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেই বিষয়টি এখনও অজানা। তবে এই অজ্ঞাতপরিচিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছে এক পশুপ্রেমী সংস্থা। স্থানীয়রাও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এরপরই হরিপাল থানায় ই-মেইল করে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পশুপ্রেমী সদস্যরা থানাতেও যান। পুলিশের কাছে মৃত সারমেয়গুলির ময়নাতদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রাও। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের ধরা হোক বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

■ রবিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের অস্থায়ী শিবিরে জেলা থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে বিশরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের ১ নং ওয়ার্ডে প্রস্তুতিসভায় বক্তা বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

■ আলিপুরের উত্তীর্ণ'র অস্থায়ী শিবিরে জেলা থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী হাকিম।

■ শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে পথসভায় বক্তা শিল্পী চট্টোপাধ্যায়।

■ হাওড়া স্টেশন চত্বরে তৃণমূলের অভ্যর্থনা মঞ্চে দুই মন্ত্রী পুলক রায় ও অরূপ রায়। রয়েছেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, প্রিয়া পাল-সহ অন্যরা। রবিবার।

রাজ্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাল বিহার এসটিএফ

প্রতিবেদন : বিহারের এক হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে গ্যাংস্টার চন্দন মিশ্রকে খুনের ঘটনায় নিউ টাউনের সুখবৃষ্টি আবাসন থেকে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে বিহার পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশের এসটিএফের যৌথবাহিনী। ধৃতদের জেরা করে ওইদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরের এক গেস্টহাউস থেকে এক মহিলা-সহ আরও পাঁচজনকে পাকড়াও করা হয়। সেই ঘটনায় বিহার পুলিশকে আগাগোড়া বিশেষ সাহায্য করেছে এ-রাজ্যের পুলিশ। তাই অভিযানের পর প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। এ-রাজ্যের পুলিশকে ধন্যবাদ জানাল বিহার পুলিশ। তবে বিজ্ঞপ্তিতে সরকারিভাবে ৪ জনকে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে।

শনিবার কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর হাতে আনন্দপুর থেকে ধরা পড়ে আরও পাঁচজন। সিসিটিভি ফুটেজে পাওয়া দুষ্কৃতীদের একটি সাদা রঙের গাড়ির সূত্র ধরে ৫ জনকে আটক করে বিহার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। পাঁচজনের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট ১০ জনকে গ্রেফতার ও আটক করা হল। পাটনা গুলি-কাণ্ডে শনিবার নিউ টাউনের আবাসন থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়। পাটনা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের এসটিএফ যৌথভাবে হানা দিয়েছিল নিউ টাউনে। বিধাননগর পুলিশের এক কর্তা বলেন, আটক পাঁচ অভিযুক্তের দু'জন একটি নামী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাকিরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। কয়েকমাস ধরে তারা আবাসনের ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকত। বাড়িওয়ালা পুলিশে তাদের সম্পর্কে তথ্যও জমা দিয়েছেন। রবিবার বিহার পুলিশ জানায়, এই অভিযানে কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা এসটিএফ বিহার পুলিশকে সবরকম সাহায্য করেছে। কলকাতা পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করেছিল। এই সাহায্যের জন্য তারা ধন্যবাদ জানায় এ-রাজ্যের পুলিশকে।

রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার সভাস্থলে কর্মীদের ভিড়

নেত্রীর লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে হাওড়া স্টেশন চত্বরে প্রদর্শনী

সংবাদদাতা, হাওড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাসকে এবার ছবিতে তুলে ধরা হল হাওড়ায়। হাওড়া স্টেশন চত্বরে প্রায় ১২০ ফুট এলাকা জুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ দলীয় কর্মীরা। প্রদর্শনীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই-আন্দোলনের বিভিন্ন ছবি থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধনের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাইয়ের কলকাতার রাজপথে কীভাবে নেত্রীর ওপর আক্রমণ নেমে এসেছিল সেই ছবিও রয়েছে এখানে। এছাড়াও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নানুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন, অনশনের ছবিও স্থান পেয়েছে এখানে। গৌতম চৌধুরি বলেন, একুশের সমাবেশে হাওড়া স্টেশন দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসবেন। তাঁদের কাছে আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাসকে তুলে ধরতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এর ফলে আজকে যাঁরা যুব তৃণমূল কিংবা টিএমসিপি করছেন তাঁরা নেত্রীর লড়াই-আন্দোলনের সেইসব ঘটনার ছবি চাক্ষুষ করতে পারবেন। প্রদর্শনী চাক্ষুষ করতে শিবিরে কর্মীদের ভিড় উপচে পড়ে।

■ দলনেত্রীকে নিয়ে প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক গৌতম চৌধুরি ও দলের নেতা-কর্মীরা। হাওড়া স্টেশন চত্বরে।

হাড়োয়ায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : একুশের জুলাইয়ের প্রস্তুতি মঞ্চেই ঘর ভাঙল বিজেপির। কয়েকশো বিজেপি কর্মী হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলামের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে গোপালপুর ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গোপালপুর বটতলা সংলগ্ন এলাকায় এক সভায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করেন।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী শিবিরের পায়ের তলার জমি কার্যত আলগা হচ্ছে। কখনও বিজেপি, আবার কখনও সিপিএম, কখনও কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান চলছে। এদিনও প্রায় শতাধিক বিজেপি কর্মী, যোগদান করলেন তৃণমূলে। হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলামের হাত থেকে

তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেন বিরোধী শিবিরের কর্মীরা। যোগদান করার পর বিজেপি কর্মীরা জানান, তাঁরা রাজ্য সরকারের উন্নয়নে শামিল হতে যোগদান করেছেন। এলাকার সমগ্র মহিলা কর্মী নিয়ে প্রচারে শামিল হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক রবিউল ইসলাম, হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শফিক আহমেদ, হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, আরশাফুল আমিন বুলবুল, গোপালপুর ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি কামারুল সরদার, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জাফর আলি মণ্ডল।

হাওড়া স্টেশনে আগত কর্মীদের তদারকিতে যুবনেতা কৈলাস মিশ্র

সংবাদদাতা, হাওড়া : আজ ঐতিহাসিক একুশে জুলাই। তার আগেই সমাবেশে যোগ দিতে রবিবার সকাল থেকেই ট্রেনপথে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। উত্তরবঙ্গ-সহ জঙ্গলমহল এবং বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে বহু দলীয় কর্মী এদিন হাওড়া স্টেশন আসেন। তাঁদের যথাযথ নেতৃত্ব দিয়ে থাকার জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে অভ্যর্থনা মঞ্চ খোলা হয়েছে। সেখানে সবসময় উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজকর্ম তদারকি করলেন কৈলাস মিশ্র। কোন বাস গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম যাবে, কোনটা ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে যাবে, আবার কোনটা সেন্ট্রাল পার্কে যাচ্ছে তা দেখিয়ে দেন যুব তৃণমূলের কর্মীরা। এছাড়াও অভ্যর্থনা মঞ্চে এসে কাজকর্ম তদারকি করেছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, মন্ত্রী ও হাওড়া সদর তৃণমূলের চেয়ারম্যান অরূপ রায়, সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, আইএনটিটিইউসি'র হাওড়া সদরের সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ দলের জেলাস্তরের একাধিক নেতা। হাওড়া স্টেশনে আসা অনেক কর্মীকে শ্যাম গার্ডেন ও শ্রীরাম বাটিকা হলেও রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ২০-২২ হাজার কর্মীকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে হাওড়া সদর তৃণমূল নেতৃত্ব। যুবনেতা কৈলাস মিশ্র জানান, স্বেচ্ছাসেবকরা সবসময় তৈরি আছেন। সবাইকে গাইড করে নির্দিষ্ট থাকার জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। একুশে জুলাই আমাদের সবার কাছে একটা আবেগ। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে আমরা অপেক্ষা করছি।

■ অভ্যর্থনা মঞ্চে কৈলাস মিশ্র-সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

জালে অপহরণকারী

সংবাদদাতা, কুলতলি : ঠিক যেন সিনেমা! স্টেশন থেকে ছদ্মবেশে অপহরণকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই ঘটনায় কুলতলি থানার অফিসারদের কৃতজ্ঞতা জানাল অপহৃতের পরিবার। পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রীকে ফিরে পেতে আত্মীয়ের নাবালক ছেলেকে অপহরণ করে অভিযুক্ত চলে যায় অন্ধ্রপ্রদেশে। আত্মীয় শম্পা মণ্ডলকে ফোনে জানায় সে তার ছেলেকে তুলে নিয়ে এসেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ততক্ষণ নাবালককে ছাড়বে না। পুলিশকে জানালে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। আতঙ্কিত পরিবার কুলতলি থানায় জানায়। পুলিশের পরামর্শমতো ওই পরিবার অভিযুক্ত বৃন্দাবন মণ্ডলকে খড়্গপুর স্টেশনে ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আসতে বলে। এরপরেই পুলিশের একটি টিম কুলির সাজে খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছে যায়। নাবালককে নিয়ে আসতেই অভিযুক্ত বৃন্দাবনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বুধে হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্ত পরিবর্তিত হবে নিম্নচাপে

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বৃহস্পতিবার নিম্নচাপের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে নিম্নচাপে। এর ফলে আবার শুরু হবে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার নিম্নচাপে ভিজবে গাঙ্গেয় বাংলা। ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার থেকেই। এর জেরে নিম্নমুখী হবে তাপমাত্রাও। তবে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে। উত্তরের জেলায় ২২ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

শপথ নিয়েই করব লড়াই

(প্রথম পাতার পর)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকেরা এবং বাংলার সচেতন নাগরিকেরা প্রতি বছর এই দিনটিকে পালন করেন শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। একাধিক তাৎপর্য রয়েছে একুশে জুলাই দিনটির— প্রথমত, সিপিআইএম অধীনস্থ হার্মাদের অমানবিক নির্মম অত্যাচার, অবিচারের ভয়ঙ্কর দিনগুলি পার করে বাংলায় নতুন সূর্যোদয় আনতে হয়েছে। সেই মুহূর্ত স্মরণে রাখা, স্মরণ করানো এবং নতুন প্রজন্মকে অবগত করা আমাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, শহিদতর্পণ এবং গণ-আন্দোলনের সকল শহিদের পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনের দায়বদ্ধতা অব্যাহত রাখা। তৃতীয়ত, রাজনীতির অভিমুখ নির্ধারণে নতুন শপথ নেওয়া এবং নেত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা অনুধাবন করা। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ এক-একটি প্রেক্ষাপটে রাজ্য-রাজনীতির দিকনির্দেশিকা হয়ে উঠেছে। এবারও আমাদের শপথ হবে— একদিকে, বাংলার মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদকে সম্মান জানিয়ে বাংলার উন্নয়ন ও সুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত এবং দৃঢ় করা। অন্যদিকে, বাংলাবিরোধী অকল্যাণ শক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হয়ে মোকাবিলা করা এবং সেই অশুভ শক্তির বিনাশ করা। অর্থাৎ দিল্লি থেকে জনবিরোধী শক্তির অবসান ঘটিয়ে জনমুখী, জনস্বার্থবাহী শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলার জনগণের কাছে বারবার নির্বাচনে পরাজয় মানতে না পেরে এবার ভোটারদেরই মুছে দিতে চাইছে বঙ্গবিরোধী দল। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নতুন নিয়ম এনে গরিব, খেটে-খাওয়া, প্রান্তিক মানুষ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ফাঁদ পেতেছে তারা। এটা গণতন্ত্রের সুরক্ষা নয়, এটা গণতন্ত্রের নিধন! আমরা এই তুঘলকি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবই। কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে— ১ অগাস্ট থেকে বাংলায় আবার ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হবে। টানা তিন বছর ধরে বকেয়া টাকা না দিয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করে এসেছে বিজেপি-শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। আদালতের এই রায়ে আমাদের সেই দাবি মান্যতা পেয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বেআইনিভাবে, বৈষম্যমূলকভাবে, প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে বাংলার টাকা বন্ধ করে রেখেছিল। এটা আমাদের আন্দোলনের জয়, গণতন্ত্রের গণদেবতার জয়।

দেশ জুড়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নিরন্তর বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করা হচ্ছে, এবং তাঁদের 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক করা হচ্ছে। যা দেশের গণতন্ত্রের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ। এই অপমানের প্রতিবাদে মাননীয়া দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে রাস্তায় নেমেছেন বাংলার অগণিত প্রতিবাদী মানুষ। আগামী দিনে বাংলাকে আঘাত করলে, উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বাংলা-বিরোধী দলকে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের অধিকার অর্জন এবং অধিকার রক্ষার দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বহু লড়াই, আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে দল এগিয়ে চলেছে। আগামী দিন আরও নিবিড় জনসংযোগ, আত্মবিশ্লেষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আরও সুন্দর ও উন্নততর করার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এগোতে থাকবে। আর তার কণ্ঠ হয়ে মানুষের দরবারে রোজ সকালে পৌঁছে যাবে 'জাগোবাংলা'। 'জাগোবাংলা'র সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'জাগোবাংলা' এখন পূর্ণাঙ্গ দৈনিকের পাশাপাশি তার ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমগুলি প্রতি মুহূর্তের ছবি, খবর, লাইভ নিয়ে দর্শকের সামনে থাকছে। অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সামগ্রিক প্রয়োগ এবং সম্পাদকীয় বিভাগের সমন্বয় বাংলার সংবাদ-জগতে আলাদা পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে 'জাগোবাংলা'কে। এই অভিযান আরও উন্নত, ব্যাপ্ত এবং গতিশীল করতে হবে। আপনারাও এর প্রসারে শামিল হোন।

একুশে জুলাই শহিদ তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রীর বার্তা নিয়ে গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবার এগিয়ে চলবে। মানুষের সমর্থন আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 July, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির বাংলা বিদ্বেষ, প্রমাণ করে দিলেন দলেরই সাংসদ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বাংলা জানি না। যা বলার হিন্দিতে বলুন। কোনও প্রশ্ন বাংলায় করবেন না। এই বলে সাংবাদিকদের সঙ্গে রীতিমতো দুর্ব্যবহার করলেন বিজেপির সাংসদ। শিলিগুড়িতে দলের কর্মসূচির প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে বিজেপির বাংলা বিদ্বেষ কার্যত প্রমাণ করে দিলেন গেরুয়া দলের সাংসদ রাজু বিস্তা! বাংলা ভাষা নিয়ে সাংসদের এই মন্তব্যের জেরে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দারা। সাংসদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংবাদিকরাও। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের অত্যাচার, গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে বাংলার বাসিন্দাদের বিপদে ফেলা এসব নিয়ে যখন দলের বিরুদ্ধে ফুঁসছে বাংলার মানুষ, বইছে প্রতিবাদের ঝড়। সেই আবহে সাংসদের এহেন মন্তব্যে ক্ষোভ আরও জোরালো হয়েছে। বাংলার মানুষের ভোটে জিতে কেন সাংসদ বিজেপি সাংসদ বাংলা বলতে পারবেন না? উঠেছে এই প্রশ্ন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাধারণ মানুষও। বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে দার্জিলিং জেলার তৃণমূল নেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, বিজেপি বারংবার বাংলাকে অপমান করছে, বাঙালি-বিদ্বেষী এই বিজেপি। এদের রেয়াত করা হবে না। পাপিয়া ঘোষ আরও বলেন, বাংলায় থেকে যারা বাংলাকে অপমান করছে তাদের বাংলার মানুষ কোনওদিন ছেড়ে দেবে না। প্রশ্ন উঠছে একটাই, শিলিগুড়ি শহরে বাংলা ভাষার অপমান করার ঔদ্ধত্য কীভাবে এই বিজেপির সাংসদ পান তার উত্তর তাঁকেই দিতে হবে। বলছে শহরবাসী। একইভাবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে। তিনি বলেন, বিজেপি যে বাংলা-বিদ্বেষী তা দলের সাংসদই প্রমাণ করে দিলেন। এর জবাব তাঁকে বাংলার মানুষই দেবেন। ২০২৬-এ বাংলায় বিজেপির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক জন। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম পার্থ দত্ত (৩৫)। ফালাকাটা থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগীঝোরা এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ডিউটি সেরে একটি চারচাকা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এথেলবাড়ির চেকপোস্ট সংলগ্ন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ দত্ত ও বিষ্ণু ওরাওঁকে স্থানীয়রা বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ দত্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিষ্ণু ওরাওঁয়ের এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রেফার করা হয়। রবিবার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিটিএর উদ্যোগ

তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জিটিএ। শান্তি ও ধর্মের বিষয় মাথায় রেখে আয়োজন করা হয় একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার। রবিবার পাহাড়ে বৃষ্টি উপেক্ষা করে দৌড়ে শামিল হন স্কুল পড়ুয়া থেকে প্রবীণ নাগরিকেরাও। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, দলাই লামার ৯০-তম জন্মদিন মাথায় রেখে এই মাসটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কয়েক হাজার মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হরিশচন্দ্রপুরের বিস্ফোরণে বিহার যোগ? শুরু তদন্ত

প্রতিবেদন: শনিবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত সুলতাননগরের কুশল গ্রাম। বিস্ফোরণস্থল থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল আরও পাঁচটি তাজা বোমা। রবিবার সেই বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড। কোথা থেকে বোমা এল? কারা রেখেছে? তবে কি এই বিস্ফোরণ রয়েছে বিহার যোগ? তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে এই প্রশ্ন। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করেও উঠে আসছে একাধিক তথ্য। স্থানীয়দেরও আশঙ্কা, পাশেই বিহার। এর আগে চুরি-ডাকাতি সবেতেই পাওয়া গিয়েছে বিহার যোগ। মিলেছে পাচারকারীদের সন্ধানও। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগরের কুশল গ্রামে একটি আমবাগানের পাশে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সময় আমবাগান লাগোয়া জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন স্থানীয়রা। আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না হলেও রীতিমতো আতঙ্কে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ উদ্ধার করে আরও ৫টি তাজা বোমা। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ।

বালুরঘাট স্টেশনের গাফিলতির অভিযোগ

প্রতিবেদন: রেলের উন্নয়ন নেই। শুধুই গাফিলতি। যার নিদর্শন ধরা পড়ছে বালুরঘাট রেলস্টেশনের পরিষেবা নিয়ে। কিন্তু সেই সমস্যাগুলি কার্যত এড়িয়ে যাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। দূরপাল্লার ভাতিভাগামী ফরাক্কা এক্সপ্রেসের কখনও লোকোমোটিভ বিকল। কখনও বা সদ্য উদ্বোধন হওয়া সাইলো গোডাউনের রেক পয়েন্টে ট্র্যাক ধসে যাচ্ছে। পরিকাঠামোর অভাব চূড়ান্ত বালুরঘাট রেলস্টেশনে। এমনই অভিযোগ খোদ একলাখি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতি-সহ সাইলো গোডাউন কর্তৃপক্ষের। শুক্রবার বালুরঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে এসে কার্যত সমস্যার কথা এড়িয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের গল্প শোনালেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের রিজিওনাল ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার। তাঁর বক্তব্য, সাইলো গোডাউনের পরিকাঠামো ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। সেখানে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে সেগুলো আমাদের তরফেও দেখা হচ্ছে। যেসব কাজ এখনও করানোর আছে তা এফসিআই-এর মাধ্যমে করা হবে। বিষয়টি কাটিহার ডিভিশনের আওতায় আছে।

স্লোগান-পোস্টারে উত্তরের কর্মীরা

দার্জিলিং জেলায় পাপিয়া ঘোষের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকরা।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা।

কর্মীদের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল।

বাসে চেপে ধর্মতলার উদ্দেশে রওনা দেন উত্তর দিনাজপুরের কর্মীরা।

মালদহ থেকে জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সির নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক নেতারা পৌঁছেছেন কলকাতায়।

অবশেষে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ, স্বস্তি ফিরল গয়েরকাটায়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: গয়েরকাটা চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ অবশেষে খাঁচাবন্দি হল। বন দফতরের মরাঘাট রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এলাকায় পাতা হয় খাঁচা। রবিবার সকালে সেই উদ্যোগেই মিলল সাফল্য। চা-বাগানের একাংশে বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে বিশালাকৃতি একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। তার গর্জনে শ্রমিকরা ছুটে এসে ঘটনাটি নজরে আনেন। খবর দেওয়া হয় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ অফিসে। দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান বনকর্মীরা এবং চিতাবাঘটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃত চিতাবাঘটি সুস্থ এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর তাকে পুনরায় গভীর জঙ্গলে মুক্ত করা হবে। তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বজায় রাখা ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই সরকারের অগ্রাধিকার। রাজ্য সরকার ও বন দফতর যৌথভাবে এলাকাবাসীর পাশে থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এবং ভবিষ্যতেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জনসুরক্ষার স্বার্থে এমন পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দামোদর নদে স্নান করতে স্রোতের টানে তলিয়ে মৃত দুই। সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে। নাম মানিক বারুই (২৪) ও রাজ মণ্ডল (১২)। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পাল্লা ৮ নম্বর ঘাট এলাকার ঘটনা

আমার বাংলা
21 July, 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মোদির জনসভায় বিক্ষত স্টেডিয়াম
প্রতিবাদে মুখর খেলোয়াড়, ক্রীড়াপ্রেমী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে নেহরু স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনসভার জেরে স্টেডিয়ামের যা হাল হয়েছে, তাতে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ প্রবল ক্ষুব্ধ। তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ধান চারা পুঁতে প্রতিবাদ জানান। বিধায়ককে সমর্থন করেন দুর্গাপুরের ক্রীড়াপ্রেমী সংগঠন, প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সাধারণ মানুষ। এই স্টেডিয়ামে সন্তোষ ট্রফি থেকে বিভিন্ন খেলা হয়েছে। উলগানাথন, ভাস্কর ঘোষ, শ্যাম থাপারা খেলে গিয়েছেন। দুর্গাপুরের খেলাধুলোর প্রাণকেন্দ্র ক্ষতবিক্ষত প্রধানমন্ত্রীর জনসভার দৌলতে। উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। প্রত্যেকের দাবি, খেলার মাঠে

■ দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে ক্রীড়াপ্রেমীদের সাংবাদিক বৈঠক। রবিবার।

জনসভা করা উচিত নয়। সভার পরে যে অবস্থা হয়েছে, তা সারিয়ে মাঠকে খেলার উপযোগী করে তুলতে অনেক সময় লাগবে। ক্রীড়ামোদিরা আগেই কারখানা কর্তৃপক্ষকে খেলা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর জন্য স্টেডিয়াম ব্যবহার না করার অনুরোধ করেন। সিটি সেন্টারে মাঙ্গলিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিল্পাঞ্চল তথা জেলার বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

রাজনৈতিক সভা-সমিতির নামে খেলার মাঠ নষ্ট করার অভিযোগে সোচ্চার হন তাঁরা। দুর্গাপুর সাব ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাপস সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে মাঠকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। সুর চড়ান বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস সেন, হরেকৃষ্ণ মজুমদার, প্রদীপ গোপ, সঞ্জয় সিং, শিবম মিত্র, সুব্রত রায়-সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এ-নিয়ে ইস্পাত কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত গদ্দার-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা সুনীল

সংবাদদাতা, সিউড়ি : ধর্ষণে অভিযুক্ত গদ্দার-ঘনিষ্ঠ পলাতক বিজেপি নেতা সুনীল মুর্মুকে অবশেষে গ্রেফতার করল সিউড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এক মহিলা এই সুনীলের বিরুদ্ধে সিউড়ি থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করেন। এরপরে সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। আদালত থেকে গ্রেফতারের নির্দেশ আসার পরেই ওকে ধরা হয়েছে। ধর্ষিতার দাবি, অভিযুক্ত বিজেপি নেতার স্ত্রী স্মিতা কিস্কুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। বলেন, একদিন সুনীলের বাড়িতে একটি কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে নেশার ওষুধ খাইয়ে বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করা হয়। তার ভিডিও তুলে রেখে দীর্ঘদিন ব্ল্যাকমেল করা হত। ভয় দেখিয়ে ওঁর যাবতীয় সম্পত্তিও লিখিয়ে নেয়। সামাজিক দুর্নামের ভয়ে কাউকে ঘটনার কথা জানাতে পারেননি। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শেষমেশ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই সুনীল উচ্চ আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করে। তা খারিজ করে দেয় উচ্চ আদালত। দিষম আদিবাসী গাঁওতার নেতা রবীন সরেন জানিয়েছেন, আমরা খুশি পুলিশ সুনীলকে গ্রেফতার করেছে। একজন অসহায় আদিবাসী নারীর উপর যেভাবে অত্যাচার হয়েছে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিছু মাস আগে সিউড়িতে গদ্দারের একটি মিছিলে সুনীলকে দেখা গিয়েছিল। যে গদ্দার রাজ্যের নারী নির্যাতন নিয়ে সরব, তাঁর স্নেহধন্যের এই কীর্তির কী জবাব দেবেন?

বাম আমলের ক্ষত নিয়ে একুশ সমাবেশে মহিষাদলের অরুণ

সংবাদদাতা, মহিষাদল : ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা হবে। মঞ্চে বক্তা তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেতা সৌগত রায়। শুনছিলেন মহিষাদল ব্লক যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অরুণ দিন্দা। আচমকা পুলিশি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ইটবৃষ্টিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ব্র্যাবোর্ন রোড। রাধাবাজারের কাছে পুলিশি আক্রমণের মুখে পড়েন অরুণ। পিঠে, কোমরে, হাঁটুতে মারা হয় তাঁকে। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরতে দেখেন পাশের একটি কাচের দোকানে শুয়ে। বরফ এবং ওষুধপত্র দিয়ে সেবা করছেন স্থানীয়রাই। কলকাতা থেকে ফেরার সময় মেছেদা ফ্লাইওভারের কাছেও আঘাতের চোটে জ্ঞান হারান। এক

■ সমাবেশে যোগদানের আগে প্রস্তুতিসভায় অরুণ দিন্দা।

সপ্তাহ মহিষাদলের এক বেসরকারি হাসপাতালে ছিলেন। ৯৩ সালে বাম আমলের সেদিনের একুশে জুলাইয়ের দুঃস্বপ্ন আজও তাড়া করে মহিষাদলের ষাটোর্ধ্ব অরুণকে। রবিবার কলকাতা রওনা হওয়ার আগে স্মৃতিমন্থন করলেন অরুণ। কলেজ জীবনে যুব কংগ্রেস করতেন। ১৯৯৮ সাল থেকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে তৃণমূলে যোগ দেন। মহিষাদলে তৃণমূলের প্রথম সভার আহ্বায়ক ছিলেন। বর্তমানে ব্লক সহ-সভাপতি।

আবাসনে চুরি, ৩ চোরকে দেখা গেল সিসি ক্যামেরায়

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে আবাসনে চুরি নগদ সহ সোনাদানা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে তিনজনকে চুরি করে পাঁচিল টপকে পালাতে।

সোনা, রুপো, নগদ টাকার সঙ্গে জুতো নিয়েও চম্পট দেয় চোর। দুর্গাপুরে কালীগঞ্জের খ্রিস্টানপল্লি এলাকার একটি আবাসনে। মুম্বইয়ে থাকেন আবাসনের মালিক বিপ্লব আঙ্কুরি। অন্যত্র থাকেন আরেকটি আবাসনের মালিক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার স্থানীয়রা দেখতে পান কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙা। ভেতরে লন্ডভন্ড ঘরদোর। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। নগদ এবং সোনাদানা মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ।

নাবালিকাকে যৌনহেনস্থার অভিযোগে ধৃত নিরাপত্তারক্ষী

প্রতিবেদন : চিকিৎসকের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হল এক আবাসনের নিরাপত্তাকর্মী। শনিবার রাতে বহরমপুরে। অভিযুক্তকে রবিবার আদালতে পেশ করে পুলিশ। উল্লেখ্য, বহরমপুরের স্বর্ণময়ী রোডে একটি বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দা ওই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে আবাসনের এক নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার পিতা একজন চিকিৎসক। তাঁর অভিযোগ, ওই নিরাপত্তারক্ষী আবাসনে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করে। সেই সূত্রে, শনিবার রাতে অভিযুক্ত তাঁর নাবালিকা কন্যাকে উপর থেকে এলাকাটি দেখতে খুব ভাল লাগে এই বলে আবাসনের ছাদের বাগানে নিয়ে যায়। এরপর সেখানেই মেয়ের নিয়ে উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে শনিবার রাতেই নাবালিকার অভিভাবক অভিযোগ করেন। নাবালিকা কন্যাকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ পেয়ে গতকাল গভীররাতে পুলিশ ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, তাদের দেখেই টোটো করে পালাচ্ছিল ওই নিরাপত্তারক্ষী। তাকে পাকড়াও করে বহরমপুর থানায় নিয়ে আসেন তদন্তকারীরা। বিএনএস ৬৫ (১) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অস্ত্র বিক্রি করতে এসে জলঙ্গিতে গ্রেফতার দুই

প্রতিবেদন : জলঙ্গিতে বন্দুক বিক্রি করতে এসে গ্রেফতার দুই অস্ত্রবিক্রেতা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা মুর্শিদাবাদের কীর্তনীয়াপাড়া ঘূর্ণিপাড়ায়। শনিবার গভীর রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

ওরা কাদের অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ বর্মন (২৯) ও শম্ভু বর্মন (৩৭)। দু'জনেই কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার ভেলকোপা পার্ট-১ এলাকার বাসিন্দা। একটি চারচাকা গাড়িতে চেপে সেখান থেকে জলঙ্গিতে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি অত্যাধুনিক পাইপগান ও তিন রাউন্ড গুলি পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওসি দীপক হালদার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালান। ধৃতদের বহরমপুরে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

■ উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির পঞ্চাননতলা বাজারে একুশে জুলাই ধর্মতলার শহিদ দিবসের সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানাতে সভা। প্রধান বক্তা খড়দহের বিধায়ক ও কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 July, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

একুশের কলকাতার পথে উত্তরের তৃণমূল কর্মীদের ভিড় উপচে পড়ল জগন্নাথধামে

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

এ যেন রথ দেখা আর কলা বেচা একসঙ্গেই। একুশে জুলাই শহিদ দিবসে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা শুনতে বরাবরই গোটা রাজ্যের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত উপচে পড়ে কলকাতার ধর্মতলায়। এবারেও সেই উদ্দেশ্যেই গত শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে করে দলের কর্মীরা কলকাতায় রওনা দিয়েছেন। আর এই সুযোগে তাঁদের কাছে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৈরি হওয়া দিঘার অন্যতম নজরকাড়া স্থাপত্য জগন্নাথধাম। আজ, সোমবার একুশে জুলাইয়ের সেই ঐতিহাসিক ধর্মতলা সম্মেলন হতে চলেছে। আর সেই সম্মেলনে আসার পথেই দিঘার নয়া আকর্ষণ জগন্নাথধাম দর্শনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হাজার হাজার নেতা-কর্মীদের ভিড় উপচে পড়ল। ফলে অনেকদিন ধরেই মনের কোণে পুষে রাখা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জগন্নাথধাম দর্শনের সাধ মিটিল তাঁদের। শহিদ দিবসে কলকাতায় আসার সুযোগ কাজে লাগিয়ে পথের মাঝে হয়ে গেল জগন্নাথ দর্শন। শনিবার রাতেই বাস ভর্তি করে দিঘায় এসেছেন উত্তম, গৌতমদের মতো কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী। রবিবার সকাল থেকে জগন্নাথধাম ঘুরে দেখেন তাঁরা। এরপর বিকেল হতেই ফের কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে তাঁদের জন্য নেত্রীর কী দিকনির্দেশ তা স্বকর্ণে শোনার আগে সুযোগমতো নেত্রীর অনুপ্রেরণাতেই তৈরি দিঘার এই নজরকাড়া স্থাপত্যশৈলী দেখার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না তাঁরা। তৃণমূল কর্মী গৌতম তালুকদার বলেন, পুরী গিয়ে জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কাছে জগন্নাথকে এনে দিয়েছেন। তাই একুশে জুলাই কলকাতা যাওয়ার আগে জগন্নাথ দর্শন করে নিলাম। এমনিতেই শনি-রবিবার দিঘা জমজমাট থাকে। তার মাঝে একুশে জুলাই উপলক্ষে তৃণমূল কর্মীদের আগমনে আরও জমজমাট দিঘা। উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের এক অঞ্চল সভাপতি উত্তম সরকার জানান, প্রতি বছর আমরা বাস রিজার্ভ করে কলকাতায় আসি। কিন্তু এ বছর জগন্নাথধাম দর্শন করব বলে হাতে একদিন অতিরিক্ত সময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম। নেত্রীর স্বপ্নের জগন্নাথধাম দেখে অভিভূত দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

দিঘার জগন্নাথধামের সামনে কোচবিহার থেকে আসা তৃণমূল কর্মীরা।

বেহাল বিজেপি, দুই সমবায় পেল তৃণমূল

উপরে গড়বাড়ি কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবং নিচে শ্রীরামকৃষ্ণ সমবায়ের ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের সবুজ আবির মেখে জয়োল্লাস। রবিবার।

পূর্ব মেদিনীপুর

সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : একই দিনে ভোটাভুটিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুই সমবায় হাতে এল তৃণমূলের। রবিবার ভগবানপুর ২ ব্লকের গড়বাড়ি ইউনিয়ন সমবায় ক্রেডিট সোসাইটি এবং চণ্ডীপুর ব্লকের শ্রীরামকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন ছিল। এই দুটি সমবায়েই জয়ী হল তৃণমূল। গড়বাড়ি ইউনিয়ন সমবায়ে মোট আসন ৫৮-র মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৫৩টি। প্রায় তিন বছর আগে এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয়। আগেও এটি ছিল তৃণমূলের হাতে। মোট ভোটার ২৯১৫-র মধ্যে ভোট পড়ে ২৫৯১টি। এই সমবায়ের নির্বাচন ও কাজের ক্ষেত্র গড়বাড়ি ১ ও ২ দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই বর্তমানে ক্ষমতায় তৃণমূল। নির্বাচনের ফল বেরোতেই সবুজ আবির মেখে বিজয়োল্লাসে মাতেন নেতা-কর্মীরা। জয়ীদের অভিনন্দন জানান জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মানব পড়ুয়া, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অম্বিকেশ মান্নারা। অন্যদিকে, চণ্ডীপুরের রামকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মোট ৪৫টি আসনে রবিবারের নির্বাচনে সবকটিই জিতে নেয় তৃণমূল। খাতাই খুলতে পারেনি বিজেপি। এই সমবায়টিও আগে তৃণমূলের হাতে ছিল। এই সমবায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই বৃন্দাবনপুর বর্তমানে বিজেপির দখলে। সেখানে তৃণমূলের এই সমবায় জয়ে বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখা যায়। চণ্ডীপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল প্রধান বলেন, মানুষ বিজেপির কাজকর্মে সন্তুষ্ট নয়। তাই ওদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই হেরে গেল বিজেপি। এমনই দৈন্যদশা।

মল্লারপুরের তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত ১, নজরে আরও অনেকে

প্রতিবেদন : ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের কয়েক ঘণ্টা আগে শনিবার সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের বোমার ঘায়ে বীরভূমে খুন হন মল্লারপুরের তৃণমূল নেতা বাইতুল্লা শেখ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ইয়াফর ওরফে বশির শেখকে রবিবার ভোরে গ্রেফতার করে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আরও পাঁচজনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শনিবার রাতেই বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। তল্লাশি চালিয়ে ভোররাতেই গ্রেফতার করা হয় ইয়াফরকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি আরও কয়েকজনের উপর নজর রাখছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় এক পুকুরপাড়ে বসে ২১ জুলাই দলীয় সভায় যাওয়ার আলোচনা করছিলেন মৃত তৃণমূল নেতা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ বাইতুল্লা শেখ। সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে তিনটি বোমা ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর আহত হন বায়তুল্লা-সহ আরও দুজন। তিনজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বাইতুল্লাকে মৃত ঘোষণা করেন। এলাকায় জনপ্রিয় নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ।

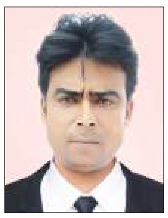
মৃত বাইতুল্লা শেখ।

রামনগরে দু'বছর আগে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, রামনগর : বছর দুয়েক আগে রামনগর থানার বসন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পায়াগ্রামে পুকুরের মধ্যে এক মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দুই অভিযুক্ত। শনিবার রাতে রামনগর থানার পুলিশ এলাকার দুই পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই দুই অভিযুক্ত দিঘার রতনপুর এলাকার মহম্মদ রব্বুল (২৩) এবং বসন্তপুর এলাকার সুব্রত জানাকে (৩০) গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে রামনগরে মুন্ডু কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার হয় শেখ আনোয়ারুল্লা। ইতিমধ্যে ওই এলাকার একাধিক কুকর্মের সঙ্গে তার যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই দু'বছর আগের মহিলা খুনে জড়িত দুজনকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার বাড়ি ওড়িশার ভোগরাইয়ে। ২০২৩-এর ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। আর সেই ঘটনায় জড়িত এই দুই অভিযুক্ত। রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ হেফাজতে দুই অভিযুক্ত।

আসানসোলে জাতীয় সড়কে ধস

সংবাদদাতা, আসানসোল : ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মরিচকোটা এলাকায় রাস্তার মাঝে ধসের জেরে হঠাৎই গর্তের সৃষ্টি হয় রবিবার। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে হঠাৎই এই ধস নামে। জাতীয় সড়কের একটি লেনে ধসে আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ ফিটের গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়ে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের তরফে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসার খবর মিলেছে। তবে এই ধরনের ঘটনা রাতের অন্ধকারে হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। ধস কবলিত এলাকাটিকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

স্কুলের অভিধান থেকে মুছে গেল 'ব্যাকবেঞ্চার' শব্দটি

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ক্লাসে 'ব্যাকবেঞ্চার' কথাটি শুনলে অনেকের চোখেই ভেসে ওঠে এমন কিছু ছাত্রছাত্রীর মুখ যারা ক্লাসে পড়াশুনোয় কমজোরি বা 'দুষ্টু'। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকা ভাল-খারাপের এই 'ভেদাভেদ' দূর করতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের ৫৬ নম্বর গোপালনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে স্কুল কর্তৃপক্ষ 'ব্যাকবেঞ্চার' প্রথাই তুলে দিয়েছেন। গত কদিন ধরে মুর্শিদাবাদের এই স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী এখন 'ফ্রন্টবেঞ্চার'। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের ১৫৬ জন ছাত্রছাত্রীকে অর্ধবৃত্তাকারে নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বসাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলে আর কেউ 'ব্যাকবেঞ্চার' নেই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোহন অধিকারী বলেন, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের একটি স্কুলের ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা গিয়েছে একজন শিক্ষক সব ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে রাখার জন্য 'ব্যাকবেঞ্চ' প্রথা তুলে দিয়েছেন। সেই ছবি দেখে আমরাও স্কুলে 'ব্যাকবেঞ্চ' প্রথা তুলে দিয়েছি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাস নেওয়ার সময় সামনের বেঞ্চে বসা ছাত্রছাত্রীরাই তাঁদের প্রশ্ন করে এবং নিজেরাই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেয়। পেছনের সারির ছাত্রছাত্রীরা উপেক্ষিত থেকে যায়। আমাদের স্কুলের আটটি ঘরে বসার পর্যাপ্ত জায়গা থাকার সুবিধা ব্যবহার করে 'ব্যাকবেঞ্চ' তুলে দিয়েছি। বেঞ্চগুলো অর্ধচন্দ্রাকারে সাজিয়ে তাদের বসানো হচ্ছে। এই ব্যবস্থা চালু করে তার ছবি শিক্ষা দফতরের কর্তাদের কাছে পাঠানোয় সাধুবাদ জানান তাঁরাও।

দ্বারকেশ্বর নদে উদ্ধার প্রৌঢ়ার দেহ

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : চলতি বর্ষায় দ্বারকেশ্বর নদে জল বাড়ার পর একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে নদী থেকে। ফের বিষ্ণুপুর থানার দমদমা ঘাট সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদ থেকে ৬০ বছর বয়সি এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃতের নাম মালা সিট। বাড়ি ওন্দার আলিথা গ্রামে। দ্বারকেশ্বর নদের জলে স্রোতে এক মহিলার মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখে দমদমা ফেরিঘাটের মাঝিরা খবর দেন বিষ্ণুপুর থানায়।

বিধানসভার অধিবেশন চলার সময়ই খোশমেজাজে তাস খেলছিলেন মহারাষ্ট্রের গেরুয়া কৃষিমন্ত্রী মানিক রাও কোকাটে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই উঠল তীব্র সমালোচনার ঝড়। প্রশ্ন উঠল কৃষকদের সমস্যার সমাধানে রাজ্যের উদাসীন ভূমিকা নিয়ে

ড্রোন, না কি আত্মঘাতী অস্ত্র?

ইডির এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন মাদ্রাজ হাইকোর্টের

প্রতিবেদন: গুরুতর প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তাদের এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। রীতিমতো কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দিল তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা। হাইকোর্টের বিচারপতি এম এস রমেশ এবং বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ইডি কোনও ড্রোন বা আত্মঘাতী অস্ত্র নয় যে তারা যা খুশি তাই করতে পারে, করতে পারে ইচ্ছেমতো আক্রমণ। ইডি কোনও সুপার পুলিশও নয় যে নজরে এলেই যেকোনও বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে তাদের। আদালতের বক্তব্য, শুধুমাত্র আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে ইডি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তখনই, যদি তা কোনও নির্ধারিত অপরাধ হয় কিংবা তেমন কোনও অপরাধ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আগে কোনও অপরাধের ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে মামলা করে তদন্ত শুরু করা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। উচ্চ আদালতের এই মনোভাব নিশ্চিতভাবেই ইডির পক্ষে একটা বড় ধাক্কা। সেইসঙ্গে স্পষ্ট বার্তা অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির এক্তিয়ারবহির্ভূত পদক্ষেপের প্রবণতার প্রতিও।

গত জানুয়ারিতে একটি সংস্থার ৯০১ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত ফ্রিজ করে দেয় ইডি। এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই সংস্থা। মামলাটি উঠেছিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এম এস রমেশ এবং বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণের ডিভিশন বেঞ্চে।

আজ থেকে শুরু বাদল অধিবেশন, চাপে মোদি সরকার

তৃণমূল কংগ্রেসের দেখানো পথেই সংসদে ঝড় তুলবে ইন্ডিয়া জোট

প্রতিবেদন: তৃণমূলের দেখানো পথেই সংসদে ঝড় তুলবে বিরোধীরা। আজ, সোমবার শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। তার আগে রবিবার সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা তিনটি ইস্যুকেই হাতিয়ার করল বিরোধী শিবির। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন, পহেলগাঁও ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার জোরালো দাবি জানাল ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলো। এছাড়াও রবিবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে বিরোধী সদস্যরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অপারেশন সিঁদুর ও পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিবৃতি দিতে হবে। সরকার জানিয়েছে, সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় তারা রাজি। ২১ জুলাই থেকে ২১ অগাস্ট সংসদের বাদল অধিবেশন। বিরোধী শিবিরের দাবি, অপারেশন সিঁদুর এবং পহেলগাঁও ইস্যুতে কমপক্ষে দু'দিন সংসদে আলোচনা হোক। যেহেতু ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সমাবেশ তাই দলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি সর্বদল বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না, তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু আগেই ইন্ডিয়া ব্লকের ২৪টি দল শনিবার একপ্রস্থ বৈঠক করে। ভার্চুয়াল বৈঠকে সংঘবদ্ধভাবেই

প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধীরা। এর থেকে স্পষ্ট এই তিন ইস্যুতে সংসদের ভিতরে বাইরে ঝড় তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বাকি বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ইস্যু নিয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারের বৈঠকে ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষা, পহেলগাঁও এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মোদি সরকারের বিস্তারিত বিবৃতি দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, সংসদের মাধ্যমে গোটা দেশ জানতে চায় সেদিন ঠিক কী হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই এব্যাপারে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার অভিষেকের এই দাবিকে সমর্থন জানাতে দেখা গেছে বাকি ইন্ডিয়া জোটের দলগুলিকে।

শনিবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক থেকে স্পষ্ট, মোদি সরকারকে চক্রান্তের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে লড়তে চাইছে ২৪টি দল। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলির স্থানীয় সমস্যা তুলতে কারও কোনও বাধা নেই এ-বিষয়ে সহমত হয়েছে বিরোধী শিবির। বাংলায় মনরেগা, আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বকেয়া বিশাল অঙ্কের টাকার দাবিতে এবারেও আগের মতোই সোচ্চার হবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। কারণ নেত্রীর নির্দেশমতো জনগণের ইস্যুই তৃণমূল সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী দলের তরফে পহেলগাঁও এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে ইন্ডিয়া ব্লকের তরফে স্বাক্ষরিত চিঠিও দেওয়া হয়। কিন্তু মোদি সরকার একতরফাভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধীদের দাবি নাকচ করে দেয়। সেক্ষেত্রে এবারের বাদল অধিবেশনে যে বিরোধীদের প্রবল চাপের মুখে পড়বে মোদি সরকার, বিরোধী শিবিরের প্রস্তুতিতেই স্পষ্ট। এরই মাঝে সংসদের বাদল অধিবেশনে দিনেই লোকসভার বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্র।

পুরীকাণ্ড, ৪৮ ঘণ্টাতেও গ্রেফতার হল না কেউ

প্রতিবেদন: পুরীতে কিশোরীর গায়ে আগুন লাগানোর ৪৮ ঘণ্টা পরেও কাউকে গ্রেফতার করল না বিজেপির পুলিশ। এদিকে ওই কিশোরীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় তাকে ভুবনেশ্বর এইমস থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লি এইমসে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কিশোরীর শরীরের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলে ডিপবার্ন। ভুবনেশ্বর এইমসে ১৪ সদস্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানো হয়। বোর্ডের সদস্যরা জানিয়েছেন, ওই কিশোরী চিকিৎসায় কিছুটা সাড়া দিচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও কিছুটা সাহায্য করছে। লক্ষণীয়, পুরীতে শনিবার ১৫ বছরের ওই নাবালিকার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ৩ দুষ্কৃতী। কিন্তু ঘটনার পরে প্রায় দু'দিন কেটে গেলেও এখন কেন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হল না, রহস্য দেখা দিয়েছে তাই নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি সরকারের নির্দেশে কি অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে গেরুয়া পুলিশ। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপির নারীসুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মন্তব্য, এটাই বিজেপি রাজ্যের আসল ছবি। বেটি বাঁচাও বলে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট ভিক্ষা করে, তাদের রাজ্যে মহিলারা কতটা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। এর বেলায় নীরব কেন মহিলা কমিশন?

অগ্নিদগ্ধ কিশোরীকে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লিতে

১৫ বছরের ওই নাবালিকার পরিবার জানিয়েছে, এক বন্ধুকে বই দেওয়ার জন্য সকালে বেরিয়েছিল ওই একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা। বালেশ্বরের ফকির মোহন কলেজের এক ছাত্রী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ওড়িশা যখন ক্ষোভে ফুঁসছে তখন পুরীর এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আরও বেআব্রু করে দিল বিজেপির আসল রূপ।

বিরল সূর্যগ্রহণ, অন্ধকারে ডুববে গোটা পৃথিবী

প্রতিবেদন: টানা ৬ মিনিট গভীর অন্ধকারে ডুববে গোটা পৃথিবী। ওই সময় থাকবে না বিন্দুমাত্র আলো। এত দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের পূর্ণগ্রাস অবস্থান সত্যিই বিরল। ২০২৭ সালের

২ অগাস্ট এমনই এক বিরল মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে পৃথিবী। যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় গ্রেট নর্থ আফ্রিকান ইকলিপ্স। ১৯৯১ থেকে ২১১৪, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই একবারই চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকতে দেখা যাবে সূর্যকে।

মহিলা পুলিশ এএসআইকে খুন সিআরপিএফ জওয়ানের

প্রতিবেদন: লিভ ইন সম্পর্কে আবারও ভয়াবহ পরিণতি। এবার খোদ মোদিরাজ্যেই এমন ভয়াবহ ঘটনার ছবি। গুজরাতের বদোদরায় শুক্রবার রাতে এক মহিলা ইন্সপেক্টরকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল লিভ ইন সঙ্গী সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, এরপর তিনি নিজেও হাতের শিরা কেটে, ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে, তাঁর সঙ্গী যে থানায় কর্তব্যরত ছিলেন, সেখানেই গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত সিআরপিএফ জওয়ান। এই থানাতেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের পদে কর্মরত ছিলেন নিহত সেই মহিলা।

সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম দিলীপ যাদব এবং তিনি মণিপুরে আধাসেনায় কাজ করেন। কয়েকদিন আগে ছুটিতে বদোদরায় ফিরে দিলীপ এবং তাঁর লিভ ইন সঙ্গী অরুণা একটি ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করেন। শুক্রবার তাঁর দু'জনে কেনাকাটা করতে যান কারণ দু'জনেই বেড়াতে যাবেন বলে কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। আমেদাবাদে কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার পর কোনও একটি বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হঠাৎ অরুণার গলা টিপে ধরেন দিলীপ। অরুণার মৃত্যু হয়েছে বুঝে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দিলীপও।

৩২০০ কোটির দুর্নীতি, অন্ধ্রে ধৃত সাংসদ

প্রতিবেদন: ৩২০০ কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ পিভি মিথুন রেড্ডিকে। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ অন্ধ্র পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট বিজয়ওয়াড়ায় গ্রেফতার করে সাংসদ রেড্ডিকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁরে জেরা করা হয়। অন্ধ্রের সিআইডি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ধৃত সাংসদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে। রাজ্যের আবগারি নীতি প্রয়োগে অনিয়মের অভিযোগে।

মোদিরাজ্যে আর্থিক অনটনে তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী বাবা-মা

প্রতিবেদন: দেশের অর্থনীতি নিয়ে অলীক স্বপ্নের জাল বোনেন যে মোদি, তথ্যের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে কৃতিত্ব দাবি করেন নিজের সরকারের, সেই মোদির নিজের রাজ্য গুজরাতেই আর্থিক অনটনের যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গেল একটা গোটা পরিবারই। বিষ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক দম্পতি। উদ্ধার করা হয়েছে তাঁদের ৩ সন্তানের নিষ্প্রাণ দেহও। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের ধারণা, সন্তানদের বিষ খাইয়ে খুন করেই আত্মঘাতী হয়েছেন বাবা-মা। সম্ভবত ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতেই নিজেদের শেষ করে ফেলার এই হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত। ঘটনাটি ঘটেছে আমেদাবাদের বাগোদরা এলাকায়। শনিবার সকালে তাঁদের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল বাঘেলা

(৩২), তাঁর স্ত্রী সোনাল (২৬), ৩ সন্তান করিনা (১১), ময়ূর (৮) ও প্রিন্সির (৫)। বিপুল পেশায় অটোচালক। সংসারে একমাত্র রোজগেরে সদস্য বলতে তিনিই। ৫ জনের নিথর দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। জানা গিয়েছে, আদতে ধোলকার বাসিন্দা বিপুল পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন বাগোদরার ওই বাড়িতে। কিছুদিন আগে ঋণ নিয়ে একটি অটো কিনেছিলেন তিনি। কিন্তু ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে সংসার চালানো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। খুবই দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলেন তিনি। কিন্তু তার পরিণতিতে যে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারেননি কেউ। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এটি সত্যিই আত্মহত্যা নাকি এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দেশ বিদেশ

21 July, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসপাতালে ঢুকে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী। তামিলনাড়ুর ঘটনা। বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার পরিণতিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ২৭ বছরের স্ত্রী শ্রুতিকে। তাঁকে দেখতে এসে বেডেই ছুরির কোপ মেরে চম্পট দেয় স্বামী

ইউনুস, সেনাপ্রধান, তিন সেনা আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

গোপালগঞ্জ গণহত্যা, বিচার চেয়ে মামলা আন্তর্জাতিক আদালতে

প্রতিবেদন: বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ গণহত্যার প্রতিকার চাইতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হল ৩ সেনাকর্তা যশোরের জিওসি এম জে ইমদাদুল ইসলাম, ব্রিগেড কমান্ডার এম ডি মিজানুর রহমান, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাবরুক হাসান সহ মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উদ-জামানও। এছাড়া অভিযোগ জানানো হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহঃ ইউনুস এবং নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লা সহ বেশ কয়েকজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে। গণহত্যার জন্য দায়ী সেনা অফিসারদের চিহ্নিত করে এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তা পেশ করেছেন নাদিম ভুঁইয়া। মামলাকারীদের বক্তব্য, বাংলাদেশের কোনও আদালতে এই ন্যক্কারজনক অমানবিক ঘটনার বিচার পাওয়া যাবে না, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ

আদালতের। এদিকে বুধবার গোপালগঞ্জে গণহত্যার পরে টানা কারফিউ জারি করা হলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা অব্যাহত। আওয়ামি লিগের দাবি, নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করেই মাঝেমধ্যেই বেরিয়েছে বিক্ষোভ মিছিল। রবিবার কারফিউ শিথিল করার পরে গোপালগঞ্জে দলে দলে নানা বয়সের মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন গণহত্যার। জিয়াগঞ্জ, কোটালপাড়া ফুঁসছে ক্ষোভে। আওয়ামি লিগ ডাক দেয় হরতালের।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বুধবার আওয়ামি লিগের সক্রিয় প্রতিরোধে গোপালগঞ্জে এনসিপির জনসভা ভেস্তে যওয়ার পরে এবারে কক্সবাজারে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভের ফলে সমাবেশ করতে পারল না এনসিপি বা জাতীয় নাগরিক পার্টি। বিএনপি নেতা প্রাক্তন সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমেদকে নব্য গডফাদার বলে কটাক্ষ করায় নাহিদ-সারজিশদের দলের উপর বেদম চটেছে বিএনপি। এনসিপির অভিযোগ, নব্য গডফাদার মানুষের জায়গাজমি দখল করছেন, জোর করে টাকাও তুলছেন। এই মন্তব্যের প্রতিবাদেই শনিবার চকরিয়ায় এনসিপির সভামঞ্চ ভেঙে তছনছ করে দেয় বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা। ভাঙচুর করা হয় রাস্তার ডিভাইডারও। কক্সবাজারে এনসিপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কর্মী-সমর্থকরা। সামাল দিতে হিমশিম খায় সেনা আর পুলিশ। ইদগাহ এবং চকরিয়ায় সমাবেশ না করতে পেরে বান্দারবনের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এনসিপি নেতৃত্ব।

জনতাকে বার্তা জননেত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

জলপ্লাবিত অনেক এলাকা। এদিনও এক লক্ষ তিরিশ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। আমাদের প্রসাশন মানুষের পাশে আছে। তারপরও প্রাণের টানে শহিদ স্মরণে এসেছেন। সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, ঝড়-জল হলেও আসবেন, বর্ষা হলেও আসবেন। কাল বৃষ্টি হবেই। আমরাও আসি। সবার কাছে আহ্বান রইল। শান্তিপূর্ণভাবে আসবেন, ফিরবেন।

বিজেপিকে কটাক্ষ : নেত্রী বলেন, আমরা প্রোগ্রাম করে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিই। অন্য পার্টি প্রোগ্রাম করে পুকুর-ডোবা বানিয়ে চলে যায়। আমরা দায়বদ্ধ। সোমবার সাধারণ মানুষের একটু সমস্যা হবে। কষ্ট করে অনেকে আসবেন। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা। সকলের সহযোগিতা চাইছি।

প্রশাসনকে নির্দেশ : প্রশাসনের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাবেশের বাস এলে ৩ কিলোমিটার দূরে দাঁড় করাবেন না। ব্রিগেডে জলে ডুবে গেছে। কাদায় গাড়ি আটকে গেলে সমস্যা হবে। শুকনো জমি দেখে নিতে হবে। এই বর্ষা চারিদিকে হচ্ছে। ফ্লোরিডায় দেখেছেন? ওরা এত উন্নয়ন করেছে তাও প্রকৃতি মায়ের কাছে কেউ পারে? এখানে ডিভিসি এত জল ছেড়েছে। সামলানো যায়! এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে সাতাশ হাজার লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় মঞ্চের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন তিনি। সেসময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, দেবাশিস কুমার, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ বিশ্বাস, শ্রেয়া পাণ্ডে, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল মাজি, প্রিয়দর্শিনী হাকিম, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, অনন্যা চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম রায়-সহ আরও অনেকে। বিভিন্ন ক্যাম্পে আসা নেতা-কর্মীদের অনেকেই ধর্মতলায় মঞ্চ প্রস্তুতি দেখতে এসেছিলেন। সেখানে নেত্রীকে কাছে পেয়ে শুরু হয় স্লোগান। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

পাইলটের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রতিবেদন: বিমানসেবিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পাইলটের বিরুদ্ধে। রবিবার মুম্বইয়ের কাছে নওগড় থানায় ২৩ বছরের বিমানসেবিকা অভিযোগ করেছেন, তাঁর এক পাইলট-সহকর্মী তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। লন্ডনগামী একটি উড়ানে ডিউটি ছিল দু'জনেরই। ওই বিমানেই মুম্বই ফেরার পর তিনি ধর্ষণের শিকার হন একটি আবাসনে। অভিযুক্ত পাইলট পলাতক।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার নিখোঁজ শিশুর দেহ

প্রতিবেদন: যোগীরাজ্যে প্রায় তিনমাস আগে অপহৃত হয়েছিল ৮ বছরের এক শিশু। শনিবার রাজস্থানের মানিয়াগ্রামে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হল শিশুটির পচাগলা দেহ। অভয়া নামে ওই শিশুটি প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। ৩০ এপ্রিল খেলতে যাওয়ার পর থেকেই সে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়। কয়েকদিন পরে ৮০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি আসে তার বাবা-মায়ের কাছে। তদন্তে নামে পুলিশ। ইতিমধ্যেই শনিবার একটি ফাঁকা মাঠের গর্তে এক শিশুর দেহ মাটি চাপা দেওয়া রয়েছে বলে খবর আসে পুলিশের কাছে। দু'রাজ্যের পুলিশের যৌথ টিম উদ্ধার করে দেহটি। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পুতিনের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক চান জেলেনস্কি

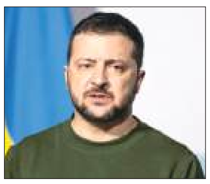

প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যুদ্ধে এবার ইতি টানতে চান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাশিয়ার পেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে চান তিনি। জেলেনস্কির যুক্তি, সত্যিকারের শান্তি এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ দু'দেশের শীর্ষনেতৃত্ব পর্যায়ের বৈঠক। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি অর্জনে যা কিছু দরকার, তা সবই করা উচিত। আর রাশিয়ার উচিত, সিদ্ধান্ত থেকে পালানোর প্রবণতা বন্ধ করা।

আসলে শুরু হয়েও গতমাসেই থমকে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনের শান্তি আলোচনা। কিন্তু ইউক্রেন চাইছে, শান্তি আলোচনা আবার শুরু হোক এবং তা হোক সামনের সপ্তাহেই। শনিবার রাশিয়ার কাছে এই প্রস্তাব দেওয়া হলেও রাশিয়ার পক্ষ থেকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া মেলার খবর নেই।

অন্যদের হারিয়ে শীর্ষে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

ধরেনি এতদিন। তবে ব্যতিক্রমী হয়ে বাংলার সাফল্যকে তুলে ধরেছে ইন্ডিয়া টুডে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি তথ্য-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে বাংলাই পথ দেখাচ্ছে তার তথ্য তুলে ধরা শুরু করল ভারতের মেনস্ট্রিম মিডিয়া। ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের সর্বশেষ সংখ্যায় (২১ জুন, ২০২৫) একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'এ নিউ আইটি সানরাইজ' শিরোনামে এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'বাংলার রাজধানীতে আইটি হাবে প্রথম সারির সংস্থাগুলি পাড়ি দিচ্ছে, সেখানকার অসাধারণ পরিকাঠামো ও বিপুল মেধার' টানেই আসছে তারা। ম্যাগাজিনের সেই শিরোনাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলায় নতুন সূর্যোদয়ের।

কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তির নতুন অধ্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গত সাত বছরে ১,৫০০টিরও বেশি আইটি সংস্থা কাজ শুরু করেছে। ২,৬০,০০০-রও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। কেন্দ্রের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া অনুসারে, কলকাতার তথ্য-প্রযুক্তি এবং তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবায় রফতানি ২০১৮ অর্থবছরের ৬,৮৮৪ কোটি টাকার থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১৪,২৬৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট, উইপ্রো, টিসিএস ও টেক মাহিন্দ্র-র মতো বৃহৎ সংস্থাগুলি অনেক আগেই ব্যবসা শুরু করেছিল, গত তিন বছরে ক্যালসফ্ট, জেনসার, এলটিই মাইন্ডট্রি, গ্র্যান্ট থ্রোটন, ম্যাকিনসের মতো সুপরিচিত সংস্থাগুলি যুক্ত হয়েছে। কলকাতার আইটি সেক্টর সবথেকে বেশি সেক্টর ফাইভে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে ৬৪১টি আইটি এবং আইটিইএস কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করেছে। গড়ে প্রতি বছর ১৬০টিরও বেশি কোম্পানি এসেছে। ২০২২ সাল থেকে এই অঞ্চলে ৬,৭৭০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে। নিউ টাউনেও ২,৭১৮ একর জুড়ে গত তিন বছরে ৩০টি আইটি এবং আইটিইএস ভবন এবং পাঁচটি ডেটা সেন্টার অনুমোদন করা হয়েছে, যা ৭,০০,০০০ বর্গমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, ইওয়াই জিডিএস, ডেলয়েট ইউএসআই, এলটিআইমাইন্ডট্রি, জেনসার, থটওয়ার্কস, এসটিটি গ্লোবাল, রিলায়েন্স এবং আদানির মতো শিল্প নেতৃস্থানীয়রা এখানে কার্যক্রম শুরু করেছে। নিউ টাউনে ইনফোসিসের ৩,২০,০০০ বর্গফুট উন্নয়ন কেন্দ্র, ৪২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত হয়েছে। বিএসভির চারটি ডেটা সেন্টার হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসভিতে ২০ একর টিসিএস ক্যাম্পাসের তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এই এলাকায় এখন ৪১টি কোম্পানি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এসটি টেলিমিডিয়া এবং এনটিটি ডেটা, এয়ারটেল এনএক্সট্রা এবং সিটিআরএলএস— যাদের ডেটা সেন্টার শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করছে। এনকেডিএ এলাকায় অবস্থিত এই হাবটি ২৭,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে।

প্রয়াত সৌদির 'ঘুমন্ত' রাজকুমার

প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৯ বছর কোমায় থাকার পর অবশেষে জীবনযুদ্ধ থামালেন সৌদি রাজকুমার আল-ওয়ালিদ বিন খালেদ আল-সৌদ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসারত এই রাজপুত্রকে দেশের মানুষ চিনতেন 'স্লিপিং প্রিন্স' নামে। শনিবার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর পিতা খালিদ বিন তালাল আল সৌদ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে ব্রিটেনে পড়াশুনোর সময় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন যুবরাজ আল-ওয়ালিদ। দুর্ঘটনায় তাঁর মস্তিষ্ক গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারপর থেকেই তিনি কোমায় ছিলেন। একাধিকবার তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও জ্ঞান ফেরেনি কখনওই। তাঁর বাবা, প্রিন্স খালেদ বিন তালাল, গত দুই দশক ধরে ছেলের পাশে থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। আল্লাহ চাইলে অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে— এই বিশ্বাসেই ছেলের লাইফ সাপোর্ট কখনও বন্ধ করেননি তিনি।

২০২০ সালে প্রিন্সের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় যেখানে তাঁকে অল্প একটু নড়তে দেখা যায়। তাতেও আশার আলো দেখেছিলেন অনেকে। কিন্তু সেই আশার অধ্যায় অবশেষে ২০২৫ সালে এসে ইতি টানল। রাজপরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, রাজধানী রিয়াধে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যেই সৌদি রাজপরিবারের শীর্ষ সদস্যরা শোকপ্রকাশ করেছেন। দেশজুড়ে জাতীয় স্তরে প্রিন্স আল-ওয়ালিদের মৃত্যুসংবাদকে সম্মান জানানো হয়েছে।

ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বাঁধ নির্মাণ চিনের

প্রতিবেদন: ভারতের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ব্রহ্মপুত্র নিম্ন উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণ শুরু করে দিল চিন। অবশ্য এই জায়গাতেই প্রথম বাঁধ নির্মাণের সূচনা নয়, ২০১৫ সাল থেকেই দফায় দফায় এই কাজ চালাচ্ছে চিন। ফলে অদূর ভবিষ্যতে অসম, অরুণাচল-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলসংকট তীব্র হতে পারে বলে আশঙ্কা। বিপন্ন হতে পারে ভারতের নিরাপত্তা। কিন্তু তবুও চূড়ান্ত পর্যায়ের বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে দিল চিন। ভারতের তীব্র আপত্তিতে কানই দিল না তারা। এই প্রকল্পের জন্যে ১৪. ৪ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বলে জানা গেছে।

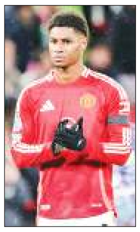

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে লোনে বার্সেলোনায় যাচ্ছেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড

জোড়া গোলে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভেঙে দিলেন মেসি

মেসিকে রুখতে মরিয়া প্রয়াস, তাও গোল। ইন্টার মায়ামির ম্যাচে।

নিউ ইয়র্ক, ২০ জুলাই : ফের জোড়া গোল লিওনেল মেসির! টানা পাঁচ ম্যাচে জোড়া গোল করার পর, সিনসিনাটির বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইন্টার মায়ামিও ম্যাচটা হেরেছিল তিন গোলে। যদিও ফের চেনা ফর্মে মেসি। রবিবার তাঁর জোড়া গোলের সুবাদে মেজর লিগ সকারে নিউইয়র্ক রেড বুলকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মায়ামি। দলকে জেতানোর পাশাপাশি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর একটি রেকর্ডও টপকে গিয়েছেন মেসি।

বিপক্ষের মাঠে অবশ্য শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল মায়ামি। ১৪ মিনিটে আসেকজান্ডার হ্যাকের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রেড বুল। যদিও ২৪ মিনিটে মেসির পাস থেকে বল পেয়ে ১-১ করে দিয়েছিলেন জর্ডি আলবা। তিন মিনিট পরেই ফের মেসির ঠিকানা লেখা পাস থেকে ২-১ করেন টেলাস্কো সেগোভিয়া। এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে মায়ামিকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন সেগোভিয়া।

বিরতির পর শুরু হয় মেসি-ম্যাজিক। ৬০ মিনিটে সতীর্থ সের্জিও বুসকেটসের অসাধারণ পাস থেকে বল পেয়ে বিপক্ষের গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে ৪-১ করেন মেসি। ৭৫ মিনিটে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের পাঁচ নম্বর গোলটি করেন মেসি। আর এই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই রোনাল্ডোর পেনাল্টিহীন গোলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। রোনাল্ডোর কেরিয়ারে ৯৩৮টি গোলের মধ্যে ৭৬৩টি ছিল পেনাল্টি ছাড়া গোল। এদিনের জোড়া গোলের পর মেসির পেনাল্টিহীন গোল সংখ্যা বেড়ে হল ৭৬৪টি। রোনাল্ডোর থেকে ১৬৭টি ম্যাচ কম খেলেই এই নজির গড়লেন তিনি। সব মিলিয়ে মেসির কেরিয়ারের গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৮৭৪টি।

এখানেই শেষ নয়! মেজর লিগ সকারে প্রথম দু'মরশুমে অন্তত ৩৫টি গোল এবং ২৫টি অ্যাসিস্ট করা ফুটবলারদের তালিকায় ঢুকে পড়লেন মেসি। এর মধ্যে রয়েছে শেষ সাত ম্যাচের ছ'টিতেই জোড়া গোলের কৃতিত্ব। যা মার্কিন ফুটবল লিগের ইতিহাসে আর কোনও খেলোয়াড়ের নেই।

শ্রীশঙ্করের সোনা জয়

মাইয়া, ২০ জুলাই : চোট সারিয়ে এক বছর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিরেই চমক দিলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর। পর্তুগালে আয়োজিত মিটিং মাইয়া সিদাদে দো দেস্পোর্তো মিটে সোনা জিতেছেন ভারতীয় লং জাম্পার। ছেলেদের লং জাম্পে ৭.৭৫ মিটার লাফিয়ে সোনা জিতেছেন কেরলের এই অ্যাথলিট। প্রসঙ্গত, এই টুর্নামেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুরের ব্রোঞ্জস্তরের প্রতিযোগিতা। গত বছরের এপ্রিলে হাঁটুতে চোট পান শ্রীশঙ্কর। যার জেরে যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও টোকিও অলিম্পিক থেকে ছিটকে যান। সপ্তাহখানেক আগেই, ১২ জুলাই পুণেতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্সে সোনা জিতেছিলেন। সেবার তিনি লাফিয়েছিলেন ৮.০৫ মিটার। এবার আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও সোনা জিতলেন। শ্রীশঙ্করের সামনে এবার আরও বড় চ্যালেঞ্জ। চলতি বছরের শেষে টোকিওতে বসবে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। এই টুর্নামেন্টের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৮.২৭ মিটার লাফাতে হবে।

এখনও কেন, জানা নেই জকোভিচের

লকার রুমের কথা ফাঁস কির্গিয়সের

লন্ডন, ২০ জুলাই : ৩৮ বছরেও তিনি খেলছেন। সম্ভবত ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের সন্ধানে। উইম্বলডন ব্যর্থতার পর নোভাক জকোভিচ আটকে আছেন ২৪-এই। বরিস বেকার দু'বছর তাঁর কোচ ছিলেন। তিনি বলেছেন, সময় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে সার্ব টেনিস তারকার। এরমধ্যে জকোভিচকে নিয়ে নতুন তথ্য তুলে ধরেছেন নিক কির্গিয়স। জকোভিচ তাঁকে বলেছেন, এখনও কেন খেলছেন সেটা তিনি জানেন না।

দু'বছর আগে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন জকোভিচ। তারপর থেকে শূন্য হাতে ঘুরছেন। উইম্বলডনে সেমিফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর স্ট্রেট সেটে হেরে যান সিনারের কাছে। যিনি শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। টেনিসপ্রেমীরা জানতে চাইছেন জকোভিচ আর কতদিন খেলবেন? বিশেষ করে রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালের মতো এক সময়ের সতীর্থরা টেনিসকে বিদায় জানানোর পর।

এরমধ্যে কির্গিয়স নতুন তথ্য এনেছেন। জকোভিচের সঙ্গে যার অম্লমধুর সম্পর্কের কথা সবাই জানে। দুজনে বিভিন্ন সময়ে পরস্পরের দিকে চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়েছেন। পরে অবশ্য লড়াই থিতিয়ে আসে। একটি পডকাস্ট-এ কির্গিয়স জানান, ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার সময় তিনি লকার রুমে জকোভিচকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি এখানে কেন? কেন এখনও খেলছো? জবাবে জকোভিচ শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, আমি জানি না।

কির্গিয়স এখানেই না থেমে চালিয়ে যান, তোমার সন্তানদের খবর কি? আমি জানি ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ কর। উত্তরে জকোভিচ একই কথা বলেন, হ্যা, আমি ঠিক জানি না। কির্গিয়স যোগ করেছেন, সেই প্রথমবার টের পেয়েছিলাম ও পরিবারকে মিস করছে। তারপর থেকে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। আমার মনে হয় না জকোভিচ এক বছরে বেশি খেলবে। ও ভীষণ পেশাদার। আমি শুধু নিজের জায়গা থেকে ওকে এসব বলেছি। অ্যান্ডি মারের কথা মনে হচ্ছিল। টেনিস খেলল লম্বা সময়, তারপর পরিবারকে সময় না দিয়ে কোচিংয়ে চলে গেল। আমি পার্টনার হলে রেগে আগুন হয়ে যেতাম।

ডার্বির টিকিট

প্রতিবেদন: কল্যাণীতে কলকাতা লিগের ডার্বির টিকিট শনিবার অনেক রাতে অনলাইনে বিক্রি শুরু হয়। আইএফএ-র দাবি, রবিবার সকালের মধ্যে ৫০ শতাংশ টিকিট বিক্রি হয়েছে। দশ হাজার দর্শক মাঠে থাকার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। সাড়ে তিন হাজারের মতো টিকিট প্রথম পর্বে অনলাইনে ছাড়া হয়েছে। সোম বা মঙ্গলবার দ্বিতীয় পর্বে আরও প্রায় চার হাজার টিকিট অনলাইনে ছাড়া হতে পারে বলে জানিয়েছে আইএফএ। এক হাজার করে টিকিট দুই প্রধানকে দেওয়া হবে। অনলাইনে কাটা টিকিট মাঠে ঢোকার সময় স্ক্যান করতে হবে। স্টেডিয়ামের প্রতি গেটে স্ক্যানার থাকবে।

অনিশ্চিত ব্রাইট

প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে ব্রাইট এনোবাখারেকে পাওয়ার সম্ভাবনা কমছে ডায়মন্ড হারবারের। নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের ভিসা সমস্যা মিটতে অনেকটা সময় লাগবে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, চেষ্টা করছি ডুরান্ডের মধ্যেই ব্রাইটকে আনার। কিন্তু খেলবে কি না, সেটা কোচ দেখে নেবে। তবে ডুরান্ডে খেলার সম্ভাবনা কম।

সমর্থনের জোয়ারে ভাসল ইস্টবেঙ্গল

কাজ শুরু অস্কারের। সমর্থকদের জয়ধ্বনি।

প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় বিকেলে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনের ছবিটা মনে করিয়ে দিল অতীতের ময়দানকে। অনেক দিন পর ইস্টবেঙ্গলের প্রাক-মরশুম অনুশীলনে সমর্থকদের সেই চেনা উন্মাদনা। মহম্মদ রশিদ, দিয়ামানতাকোস, আনোয়ার, বিপিন সিংদের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল। গত মরশুমের ব্যর্থতা ভুলে নতুন শুরুর লক্ষ্যে কার্যত পুরো দল নিয়ে এদিন অনুশীলনে নামেন কোচ অস্কার ব্রুজো। কোচের পুরনো ছাত্র ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং আর্জেন্টাইন সেন্টার ব্যাক কেভিন সিবিল্লেও মাঠে নামেন। সঙ্গে সউল ক্রেসপোও। মরশুমের শুরুতে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, আবেগের মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করাটা ফুটবলারদের উজ্জীবিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অনুশীলন শেষে সন্ধ্যা নামার পর টিম বাসকে ঘিরে রংমশাল জ্বালিয়ে উদযাপন করলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

প্র্যাকটিস শেষে কোচ অস্কার জানিয়ে গেলেন, গতবারের থেকে শক্তিশালী দল ইস্টবেঙ্গল। ভাল কিছুর আশা করছেন নতুন মরশুমে। নতুন তিন বিদেশি এসে গিয়েছেন। রশিদ আগেই প্র্যাকটিসে নেমেছিলেন। এদিন মিগুয়েল, কেভিন মাঠে এলেও বিমানযাত্রার ধকলের কারণে তাঁদের অনুশীলনে বিশ্রাম দেন কোচ। মিগুয়েলের হাতে ৮ নম্বর এবং কেভিনকে ৬ নম্বর জার্সি তুলে দেন অস্কার। সকালে শহরে আসায় ক্রেসপোকেও হোটেলে পাঠিয়ে দেন কোচ। বাকিরা চুটিয়ে অনুশীলন সারেন। বুধবার ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের।

টেস্ট ফাইনাল হবে ইংল্যান্ডেই

সিঙ্গাপুর, ২০ জুলাই : ২০৩১ সাল পর্যন্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হবে ইংল্যান্ডেই। জানিয়ে দিল আইসিসি। রবিবার সিঙ্গাপুরে বার্ষিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে। যদিও প্রতিবার কেন ইংল্যান্ডেই টেস্ট ফাইনাল হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্যাট কামিন্স। আইসিসি জানিয়েছে, তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালই দারুণ করেছে ইংল্যান্ড। তাই আগামী ২০২৭, ২০২৯ এবং ২০৩১ সালেও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হবে সেখানে। এছাড়া জাম্বিয়া ক্রিকেট ইউনিয়ন ও টিমোরলেস্টে ক্রিকেট সংস্থাকে আইসিসির সদস্য দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তানের মহিলা ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়াও আমেরিকা ক্রিকেট সংস্থাকে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞানন্দকে হারিয়ে বদলা কার্লসেনের

লাস ভেগাস, ২০ জুলাই : চেনা ছন্দে ম্যাগনাস কার্লসেন। ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যামে রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে হারিয়ে বদলা নিলেন বিশ্বের একনম্বর দাবাড়ু। এর আগে প্রজ্ঞানন্দর কাছে হেরে টুর্নামেন্টের খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন কার্লসেন। এবার প্রজ্ঞানন্দ ও আরেক ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসিকে হারানোর সুবাদে, তৃতীয় স্থানের জন্য লড়বেন নরওয়ের দাবাড়ু।

অর্জুনকে ২-০ গেমে হারান কার্লসেন। এরপর প্রজ্ঞানন্দকে ৩-১ গেমে হারিয়ে বদলার জয় তুলে নেন। প্রজ্ঞা অবশ্য প্রথম গেম জিতে কার্লসেনকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। শেষ তিনদিনে বিশ্বের একনম্বর দাবাড়ুকে এই নিয়ে দু'বার হারালেন প্রজ্ঞা। যদিও কার্লসেন পরের তিনটে গেম টানা জিতে তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে জায়গা করে নেন। এবার তাঁর প্রতিপক্ষ মার্কিন দাবাড়ু হিকারু নাকামুরা। অন্যদিকে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানের লড়াইয়ে অর্জুন মুখোমুখি হবেন ফাবিয়ানো কারুয়ানা। সপ্তম ও অষ্টম স্থানের লড়াইয়ে প্রজ্ঞানন্দর প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার ওয়েসলি সো।

মাঠে ময়দানে
21 July, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যদি নৈঃশব্দ্যের কোনও শব্দ থাকে, তাহলে এটা সেটাই, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট ঋষভ পন্থের

শচীনের পাশে, অস্বস্তি জিমির

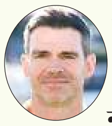

লন্ডন, ২০ জুলাই: ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নতুন নামকরণ হয়েছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি। এবার ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার জিমি অ্যান্ডারসন জানিয়েছেন, ট্রফিতে শচীনের পাশে নিজের নাম দেখে গর্ববোধ হয়। একইসঙ্গে অস্বস্তিবোধও হয়। মনে হয় এই জায়গায় থাকার হয়তো তাঁর কথা নয়। বিশ্বের একমাত্র পেসার হিসেবে সাতশোর উপর উইকেট নেওয়া অ্যান্ডারসন বলেছেন, আমার তো মনে হয়, শচীনের পাশে ট্রফি নিয়ে পোজ দেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি আমি নই। ওই জায়গায় হয়তো আমার থাকার কথা নয়। কারণ, শচীনকে আমি অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছি। এই সম্মান আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। যখন দেখি, আমার অর্জন নিয়ে লোকজন কথা বলেন তখন দারুণ লাগে। অবাকও হই। মনে হয়, অন্য কারও সম্পর্কে কথা হচ্ছে! অ্যান্ডারসন বলেছেন, আমার এবং নিজের পরিবারের জন্য এটা গর্বের। বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমার নামে ট্রফি। শচীনকে দেখেই তো খেলতাম। ওর বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছি। পতৌদি ট্রফির নাম বদলে হয়েছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি। নাম পরিবর্তন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ট্রফিতে রয়েছে মাস্টার ব্লাস্টারের আইকনিক কভার ড্রাইভ এবং অ্যান্ডারসনের বোলিং অ্যাকশনের ছবি। রয়েছে স্বাক্ষরও।

হরমনকে নিয়েই প্রশ্ন

লন্ডন, ২০ জুলাই: ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথমবার টি-২০ সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ওয়ান ডে সিরিজ এখন ১-১। সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচ মঙ্গলবার চেস্টার লে স্ট্রিটে। তার আগে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাঁর ব্যাটে রান নেই। শনিবার দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে হরমনের অবদান মাত্র ৭ রান। টি-২০ সিরিজে চারটি ম্যাচে তাঁর রান ১৫, ২৬, ২৩, ১। প্রথম ম্যাচে খেলেননি। ভক্তরা ৩৭ বছরের হরমনপ্রীতের ব্যাটে ধারাবাহিকভাবে রান খরা দেখে তাঁকে অবসরের পরামর্শ দিচ্ছেন। এক অনুরাগী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মাঝেমধ্যে রান করেন।

ম্যাঞ্চেস্টারে বৃষ্টি, ইনডোরে গা ঘামাল ভারতীয় দল

খেলবেন বুমরা, ঋষভ হয়তো শুধু ব্যাটার

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ জুলাই : চোটের জন্য আকাশ দীপ হয়তো ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলবেন না। ফলে জসপ্রীত বুমরাকে এখানে খেলতেই হচ্ছে। সিরিজের আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে তিনি তিনটির বেশি টেস্ট খেলবেন না। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বুমরার খেলা মানে আকাশ বিশ্রামে থাকবেন। ওভালে পঞ্চম টেস্টে তিনি ফিরে আসবেন। সেক্ষেত্রে বুমরার ওভালে না খেলার সম্ভাবনা প্রবল।

আকাশের কোমরে চোট রয়েছে। এজন্য ব্যাকআপ হিসাবে চেন্নাই সুপার কিংসের অংশুল কম্বোজকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। আকাশের অস্ট্রেলিয়া সফরেও চোট লেগেছিল। তাঁকে তিন মাস মাঠের বাইরে কাটাতে হয়। আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টস দলে তিনি দু'সপ্তাহ বাদে যোগ দিয়েছিলেন। ২৮ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার এই সিরিজে ১০টি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু বেকেনহ্যামের প্র্যাকটিসে তাঁকে দেখা যায়নি। তখনই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে হয়তো খেলবেন না।

মুশকিল হচ্ছে যে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে চতুর্থ টেস্ট আর ভারতীয় দলে একা আকাশ নন, চোট-সমস্যার মধ্যে রয়েছেন অর্শদীপ আর ঋষভ পন্থও। নেটে সাই সুদর্শনের শট আটকাতে গিয়ে আঙুলে চোট পান বাঁহাতি অর্শদীপ। সেলাই পড়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর কথা ভাবা হচ্ছে না। অর্শদীপ অবশ্য প্রথম তিন টেস্টে খেলেননি। সমস্যা আছে ঋষভকে নিয়েও। তাঁর আঙুলে চোট। লর্ডসে ব্যাট করলেও কিপিং করেননি। এখানে ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে। ফলে ঋষভকে নিয়ে সামান্য প্রশ্ন রয়েছে।

ঋষভ বুমরার বল ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে শুধু ব্যাটার হিসাবে খেলাতে আগ্রহী। কারণ, অভিষেকের পর থেকে ঋষভ ৪৪.৩৮ গড় নিয়ে ব্যাট করছেন। স্ট্রাইক রেট ৭৪.১৯। এই সিরিজে ৪২৫ রান করেছেন। গড় ৭০.৮৩। ঋষভ খেললেও জুরেল কিপিং করবেন। তিনি করুণ নায়ারের জায়গায় দলে আসতে চলেছেন। করুণ ছয় ইনিংসে একবারও পঞ্চাশ করতে পারেননি। ফলে তাঁকে এবার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

লম্বা অপেক্ষার পর কুলদীপের কপালে শিকে ছিঁড়ছে ম্যাঞ্চেস্টারে। তিনি আকাশের জায়গায় দলে আসতে চলেছেন বলে খবর। সেক্ষেত্রে ভারত দুই সিমার ও তিন স্পিনারে যাবে। মাইক আথারটনের মতো প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টারের পাটা উইকেটে কুলদীপকে দেখতে চান। তাছাড়া ম্যাঞ্চেস্টারে স্পিনারদের সুবিধা পাওয়ার ইতিহাস আছে। জিমি অ্যান্ডারসনের এই মাঠ অবশ্য পেসারদেরই সাহায্য করে এসেছে এতদিন। কিন্তু এবার পাটা উইকেটের কথা শোনা যাচ্ছে।

এদিকে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছেন শুভমন গিলরা। তাঁরা লন্ডন থেকে ট্রেনে এসেছেন। আবহাওয়া রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে টেস্টের মধ্যে বৃষ্টি হলেও তা ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু লর্ডসের সঙ্গে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের কন্ডিশনের পার্থক্য রয়েছে। লন্ডনে গরম হলেও এখানে কিছুটা ঠান্ডা রয়েছে। এতে যতই ভারত তিন স্পিনারে যাক, সিমারদের জন্য কিছু সুবিধা থাকবে। তার উপর বেন স্টোকস আর জোফ্রা আর্চার বল হাতে ভাল ছন্দে রয়েছেন। বৃষ্টির জন্য ভারতীয় দল এদিন ইন্ডোরে প্র্যাকটিস করেছে। শুভমন-সহ কয়েকজন ক্রিকেটার বিশ্রাম নেন।

টেস্টের আগে অন্য মুডে। ম্যান ইউ কোচ আমোরিমের সঙ্গে গম্ভীর। ডানদিকে, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও শুভমন। রবিবার।

বেঁকে বসলেন ধাওয়ান, হরভজন, ইউসুফরা

ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল

LEGENDS LEAGUE CRICKET

এজবাস্টন, ২০ জুলাই : 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস' টুর্নামেন্টে বাতিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন ভারতীয় সমর্থকরা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ম্যাচ খেলবেন না বলে জানান হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়না, ইরফান ও ইউসুফ পাঠান। তাই পরেই ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়। চাপে পড়ে ভারতীয় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন টুর্নামেন্টের আয়োজকরা।

বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তারকাদের নিয়ে ইংল্যান্ডের এজবাস্টনে চলছে এই লেজেন্ডস লিগ। ১৮ জুলাই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। রবিবার ছিল ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। কিন্তু এই ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানান ভারতীয় সমর্থকরা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেও কীভাবে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল, এই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতিতে হরভজনরা সাফ জানিয়ে দেন, তাঁরা এই ম্যাচে খেলবেন না। পাশাপাশি ম্যাচ বাতিলের জন্য আয়োজকদের চিঠিও লেখেন তাঁরা। এর পরেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, রবিবার ম্যাচ বাতিল। যাঁরা আগেই এই ম্যাচের টিকিট কেটেছিলেন। তাঁদের টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ভারতীয় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের আনন্দ দেওয়া। আমরা খবর পেয়েছিলাম, এই বছর পাকিস্তান হকি দল ভারতে এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভলিবলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে। তাই আমরা ভেবেছিলাম, এই টুর্নামেন্টেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলে দর্শকদের ভাল লাগবে। বুঝতে পারিনি, এতে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের ভাবাবেগে আঘাত লাগবে। আমরা তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। দেখা যাক এতে ভক্তদের ক্ষোভ প্রশমিত হয় কিনা।

আয়োজকদের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হলেও, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলি সূচি অনুযায়ী হবে। এদিকে, টুর্নামেন্টের অন্যতম স্পনসর 'ইজমাইট্রিপ ডট কম' জানিয়েছে, তারা পাকিস্তানের কোনও ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না।

সৌরভ-ধোনিদের মতো নয় শুভমন

ভাজ্জির দাবি

লন্ডন, ২০ জুলাই : নেতা শুভমন গিলের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের তুলনায় আপত্তি রয়েছে হরভজন সিংয়ের। তাঁর দাবি, গিলের নেতৃত্বের একটা নিজস্ব ঘরানা আছে। তাই গিলকে সময় দেওয়া উচিত।

হরভজনের বক্তব্য, শুভমন কখনও সৌরভ, বিরাট বা ধোনির মতো হবে না। এঁদের প্রত্যেকের নেতৃত্ব দেওয়ার একটা আলাদা ঘরানা আছে। তবে সফল অধিনায়ক হওয়ার যাবতীয় গুণ শুভমনের মধ্যে রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ও একদিন ভারতকে শীর্ষে পৌঁছে দেবে। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের সংযোজন, রেজাল্ট নিয়ে সব সময় বোঝা যায় না, একটা দল কতটা ভাল। তাই খুব তাড়াতাড়ি বিচার করা ভুল হবে। এই দলই বিশ্বসেরা হতে পারে। এজবাস্টনে দাপুটে জয় পেয়েছিল শুভমনরা। লর্ডসেও জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এই সিরিজ থেকে ওরা অনেক কিছু শিখবে। যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

হরভজন আরও বলেছেন, শুভমন বড় মাপের ক্রিকেটার। আগামী বেশ কিছু বছর দলের স্তম্ভ হয়ে থাকবে। ইংল্যান্ডে গিয়ে কতজন ভারতীয় ব্যাটার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? শুভমন কিন্তু এই সিরিজে সেটা করে দেখিয়েছে। ওর যোগ্যতা নিয়ে আমার মনে কখনও সন্দেহ ছিল না।